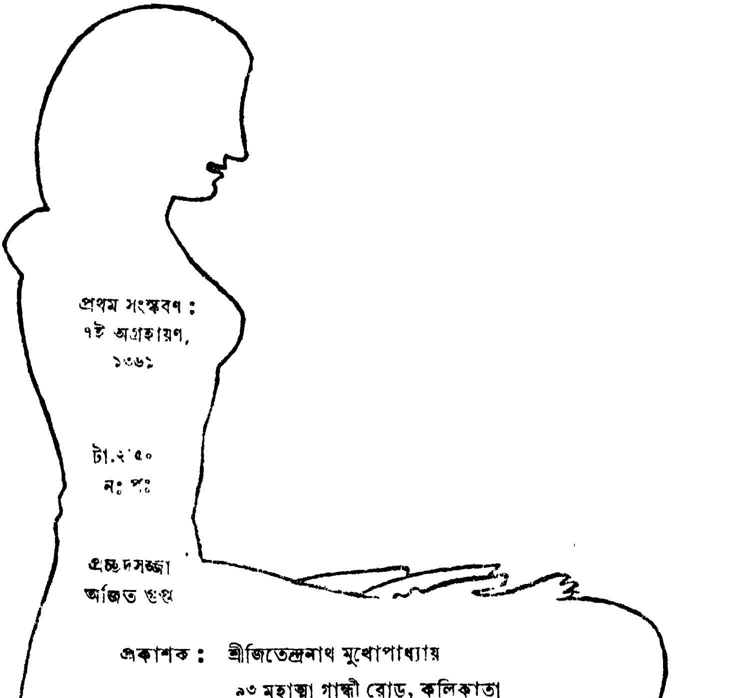
পোনুর চিঠি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই অগ্রহায়ণ,
১৩৬১

টা. ২·৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর : শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

প্রণব হালদারের হাতে

"মেজদাদু"





আমি তখন পুরীতে পোস্টমাস্টার।

একদিন নিজের চেয়ার ছেড়ে অফিসটা পরিদর্শন করতে করতে মেল-সর্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সে একটা চিঠির ঠিকানা পড়তে পড়তে একটা পিয়নের দিকে চেয়ে বললে, "আবার সেই চিঠি। লোকটাকে পেয়েছ?"

উত্তর হোল, "না।"

"জমিয়ে চলে যাও ডেড্‌লেটার-বোর্ডে, কি আর করা যাবে?" —বলে চিঠিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলে। "দেখি ঠিকানাটা?"—বলে আমি সেটা চেয়ে নিলাম।

একটি লম্বা সরকারী খাম, বেশ ভারী, ঠিকানার দিকে কাঁচা মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ঃ

ভগবান

জগন্নাথের মন্দির

পোষ্টাপিস পুরী।

টিকিটের ওপর কলকাতার ছাপ।

উলটে-পালটে মনে হোল কলিকাতা থেকে কোন উৎকলী পাচক-ব্রাহ্মণ মন্দিরের কোন পাণ্ডাকে লিখছে যেন ঃ মনিব বোধ হয় সরকারী চাকরে, তার টেবিল থেকে খামটি সরিয়েছে।

পিয়নকে প্রশ্ন করলাম, "ভালো করে খোঁজ নিয়েছিলে?—ভগবান মিশ্র, কি ভগবান ত্রিপাঠী, কি ভগবান চতুর্বেদী..."

"নিয়েছিলাম হুজুর, কেউ নেই ও-নামের, মন্দিরে বা আশে-পাশেও।" একজন বললে, "শহরেই নেই কেউ, ডেড্‌লেটার-বোর্ডে বোধহয় খান সাত-আট চিঠি জমা হয়েছে।"

"এনে দাও তো আমায়।"—বলে চিঠিটা নিয়ে নিজের টেবিলে গিয়ে বসলাম।

একটু কুণ্ঠা যে না হোল এমন নয়, তারপর সেটুকু কাটিয়ে এক একখানা করে খাম ছিঁড়ে ফেলে চিঠিগুলো পড়ে ফেললাম।

দেখলাম কিছু অন্যায় হয়নি, চিঠি খোদ ভগবানকেই লেখা, কোন মানুষকে নয়। চিঠির যেমন অক্ষর তেমনি বানান। ভগবানকে যে ছেলে চিঠি লেখবার সাহস রাখে তার বানানে বেশি কারসাজি করতে সাহস হয় না, শুধু, তোমাদের বুঝতে যাতে বেশি বেগ পেতে না হয় সেইজন্যে একটু এদিক ওদিক করে দিলাম। চিঠিগুলি এই ঃ

ভগবান!

আগে একটা কথা জিগ্যেস করচি, তোমার মন্দির খুব ভালো

হবে তোমাদের তিনজনের চেহারা ওরকম কেনো। আমার আগে বড্ড ভয় করেছিল, মাকে জিগ্যেস করেছিলুম। মা বললে, ছিঃ ওকথা বলতে নেই, তোমরা খুব সুন্দর মনে করতে হয়। সত্তি বলচি ভগবান, তার পর থেকে তোমায় খুব সুন্দর মনে করচি, সত্তি, সত্তি, সত্তি, এই তিনসত্তি গাললুম। তিনি সত্তি খুব সুন্দোর, রাগ কোরো না নক্ষিটি আমার। এখানে এসে পজ্জন্ত তোমার জন্যে ভীষণ মন কেমন করচে। মাসটার মোসাইয়ের কাচে একটুও পড়তে ইচ্ছে করে না। মন কেমনের জন্নে। আমার মনের কথা জানতে পেরে যে তুমি মাসটার মোসাইকে অসুকে পড়িয়ে দিয়েছিলে সেটা আবার ভালো হয়ে গেচেন, কাল থেকে আবার পড়াবেন বলেচেন। তুমি আমার মনের সমসতো কথাটা বুঝতে পারো নি নাকি ভগবান ?

না, ভগবান রাগ কোরো না, তোমার সত্তি বড্ড দয়া। তুমি কাকার অসুখ সায়িয়ে দিয়েচ, দাদুর এমন খারাপ মকদ্দমা জিতিয়ে দিয়েচ, হারুদাকে নতুন বেটবল কিনিয়ে দিয়েচ, তার পুরোনো বলটার জন্নে আমার বাকসটা খুঁজতে দাও নি। তুমি যে যা চায় তাকে তক্ষুনি তাই দাও সেই জন্নে তোমায় একটা 'কথা বলচি ভগবান। আমাদের বাড়ীর সব্বাই বলে তুমি সব্বার মোনোসকামনা পুরনো করো, বৌদিদিও সেই কথাই বলে, মিথ্যে বলচি না। সেই জন্নে তোমায় কানে কথাটা চুপি-চুপি বলচি ভগবান। আমাদের বাইরের ঘরে দাদাদের কেলাব হয়। ছোড়দাদের কেলাব মানে ফুটবল খেলা। ছোড়দা হাব্ব্যাকে খেলে। ইন্ কেলাব মানে সিন্দুবাদ। ঘাড়ে রাক্কোস থাকে না তবে একটা কোরে পতাকা থাকে ভগবান। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়। দাদাদের কেলাব মানে চা খাওয়া, চানাচুর খাওয়া, তাস খেলা আর ঠিয়েটারের রিহারসেল। এক একদিন অহিংস আনদোলনও হয়। একদিকে থাকে রমনিকাকা,

পানুদাদা আর ওদের সবাই। একদিকে থাকে দাদাদের অপিসের বলাইদাদা, ধীরেনদাদা, ঘোষালদের ওবিনাস আরও সবাই। আর একজন ওবিনাস আছে কিনা তাই ও রোগা বলে ওর ভালো নাম হ্যাংলা-ওবিনাস? হ্যাংলা-ওবিনাসেরা বলে চরকা খারাপ খদ্দোর খারাপ যাযাঃ তোদের গান্ধীর মতন ঢের দেখেছি। রমনিকাকা অহিংসদলের লোক কিন্তু রেগে গেলে বাপকেও ছাড়ে না। বলে আমায় দু'ঘা জুতো মারো কিন্তু চরকা খদ্দোর আর গান্ধীজির নিন্দে যে কোরবে তার জিব উপড়ে নোব। রমনিকাকার ভাই আমাদের কেলাসে পড়ে। সে বলে দাদাতো হ্যাংলা-ওবিনেসকে বলে নি। সে মানুষই নয়। যে কোরবে নিন্দে তাকে বলেচে। যখন দুদিকে হাত গুটোয় ভেতর থেকে দাদু এসে থামিয়ে দেন। বলেন ঢের হয়েছে তোমাদের অহিংস আনদোলন। এইতেই মহাত্তা দুহাত তুলে আসিব্বাদ কোরবেন তোমাদের। তারপর রিহারসেল শুরু হয়। এক একদিন দাদু থাকেন না কেউ থামাতে পারে না অহিংস আনদোলন। রিহার্সেলও বনধো থাকে।

ভগবান, বৌদিদি খুব ভালো।

হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম। ছোড়দাদের কেলাবে এক একদিন ম্যাচ হয়। তাতে ফিলডের মধ্যে ছোড়দারা খেলে রেফ্রি হুইসেল বাজিয়ে বেইমানি করে আর বাইরের সবাই তাকে গালাগাল দেয়। আমি কখনও দিনা গালাগাল, সত্তি সত্তি সত্তি এই তিন সত্তি গাললুম। কখনও আড়াল থেকে ঢিলও ছুঁড়িনি সাইকেলে আলপিনও বিঁদে দিনি।

বৌদিদি খুব ভালো ভগবান কিন্তু একটা ভারি দুঃখু বৌদিদির। থামো তোমায় তা বলচি। দাদাদের কেলাবে খুব বড় আরসি আচে একটা। চুল আঁচড়াবার জন্নে আর রিহারসেল দেবার জন্নে।

সোনদের সময় নয়। যেদিন অপিসে ছুটি থাকে দাদা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ হাতে করে একলা পার্ট বলে। খুব বীররস করে গোঁপ পাকায় চোখ রাঙায় এক এক সময় পতনোমুর্‌ছা করে। দাদা যা যা করে আরসিতে ঠিক তাই তাই হয়। দাদা দোর বন্দ কোরে করে ভগবান কাউকে দেখতে দেয় না। ফিলিং নষ্ট হোয়ে যাবে বলে। জানলায় যে একটু ফাঁক আচে তার ভেতোর দিয়ে জগু মিনু তুতি বাঁটুল সবাই দেখে। আমি কখনও দেখি না ভগবান। সত্তি সত্তি সত্তি এই তিন সত্তি গাললুম। হাজার হোক দাদা গুরুজন তো ভগবান তুমি রাগ করবে তো অবাধ্য হোলে? বলো না। দাদা বাইরে যেমন যেমন করে আরসিতে ঠিক তেমন তেমন হয়। তুমি যদি দেখো তোমার মনে হবে এই বুঝি বাইরের দাদাতে আরসির দাদাতে অহিংস আনদোলন লেগে গেলো।

পরশু আমাদের ছুটি ছিল আমাদের পেসিডেণ্ট মারা গেলেন কিনা। আহা ভগবান বুড়ো মানুষ কষ্টো পাচ্ছিলেন তুমি ভালো করে দিলে না কেন। জগু মিনুদের মতোন আমার ছুটিও ভালো লাগেনি ছেরাদ্দে নুচি সন্দেস খেতেও ভালো লাগবে না ভগবান। কক্ষনও নাকি লাগতে আছে ভালো, ছিঃ।

একটুও ভালো লাগছিল না বোলে আমি দাদাদের রিহারসেলের ঘরে গিয়ে চুপটি করে শুয়েছিলুম। ওটা আমাদের আবার বাইরের ঘর কিনা। কেউ এলেগেলে থাকে। রিহারসেল বন্দো রাখতে হয়। তা দাদার চটলে কি হবে বলো ভগবান পিসিমা কি মিছে বলেন? আর ঘর কোথায়? এই জুধ্যের বাজারে ঘর তোলা কি সহজ কথা। সসুর তো চোরা কারবার করে পেট মোটা করছে দিগ না জামাইকে একটা ঘর তুলে। জামাইও যে সেই রকম। মোচড় দিয়ে আদায় করতে জানতে হয়। তা নয় খালি ঠিয়েটার আর ঠিয়েটার।

আহা ভগবান বৌদিদিকে এসব কথা জানতে দিও না। ভাগ্যিস বৌদিদি সেদিন বাপের বাড়ী গেছলো নাহলে কতো কষ্ট হোতো বলোদিকিন বাবার নিনদে শুনলে। অনধোকে কি অনধো বলতে আচে, খোঁড়াকে কি খোঁড়া বলতে আচে, কারুর পেটমোটা বাপকে কি পেটমোটা বলতে আছে।

এমন সময় বৌদিদি এসে ভেতরের দিকের দোর দিয়ে ঘরে ঢুকলো। চুপি চুপি ঘরে ঢুকলো। আমি ততক্ষণে ভেতর ঘরে সেকল খোলার শব্দ শুনে চৌকি থেকে তুড়ুক কোরে নাপিয়ে বাইরের দোর দিয়ে পগার পার। কেনো বলব, বৌদিদি জানলে পালাতে বয়ে গেছে। মনে করলুম বুঝি দাদা। পিসিমা মিচে বলেন না বিয়ে হয়ে ওবদি অপিস পালানে রোগ হয়েছে ছেলের। মনে করলুন বুঝি তাই। তারপর চনডিমোনডোপের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলুম ছুৎ দাদা কৈ এতো আমাদের বৌদিদি। বৌদিদি বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে দেখে বললে—কে র‍্যা ? তারপর থামের আড়ালে আমায় দেখতে না পেয়ে ভাবলে কৈ কেউ নেই তো। তারপর আর একবার দেখলে তারপর দোর বনধো কোরে দিলে।

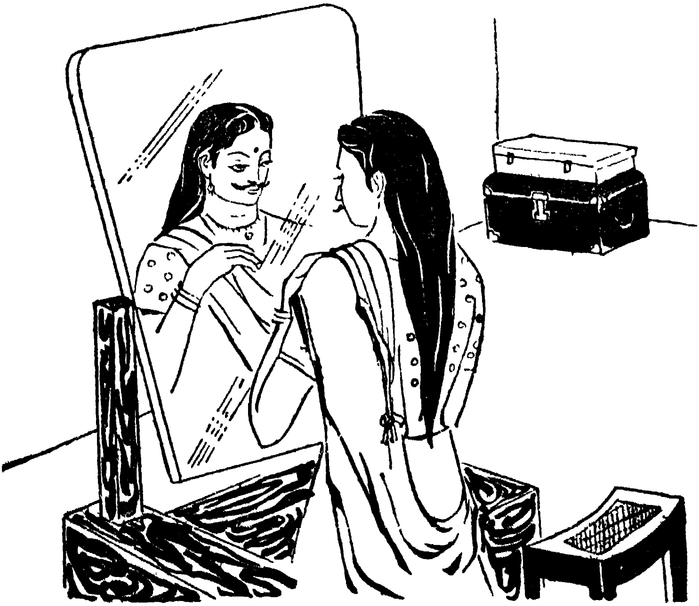
ভগবান তুমি রাগ কোরো না নক্ষিটি। আমি জানি বৌদিদি গুরুজন কিনতু সেরকম গুরুজন নয় কিনা তাই উত্তুর দিই নি। তোমায় বলচি। গুরুজন অনেক রকম হয়। মার খাবার গুরুজন যেমন থাব মাসটার আর সেজকাকা। পা টেপবার গুরুজন যেমন দাদু আর ঠাকুমা। আদর করবার গুরুজন যেমন মা আর সেজো কাকিমা আরো সবাই। গালাগাল দেবারও গুরুজন আচেন ভগবান। তিনি সব্বোদা থাকেন না। এলে সবাই খুব যতনো করেন, ঠাকুমা মা কাকিমারা পা ধুয়ে দেন, লুচি হয় ছোলার ডাল হয় আলুর দম হয় পায়েস হয়। বিদায় হোলে মা কাকিমারা বাবা কাকা সবাই বলেন

শেসকালে গাঁজাখোর হোল, ছিঃ। অমন বাপের অমন ছেলে কুলাংগার। ঠাকুমা বলেন বলতে নেই, গুরুপুত্তুর গোকরো সাপের ড্যাঁপ। একটা সাপমন্ত্রি দিলে তখন কি হোতে কি হোয়ে যাবে।

বৌদিদিরা ভগবান ঠাটটা করবার গুরুজন তাই উত্তুর দিনি। অন্য গুরুজন হোলে দিতুম উত্তুর। সত্তি সত্তি সত্তি এই তিন সত্তি গালচি ভগবান। বৌদিদি যখন দোর দিলে আমি গুটি গুটি বেরিয়ে এসে জগু মিনুরা দোরে যেখানে চোখ দিয়ে দাঁড়ায় সেইখেনে চোখ দিয়ে নক্ষি ছেলেটির মতন দাঁড়ালুম। বোস তো রে দেখি বৌদিদি কি করে। যদি ঠিয়েটারের আলমারি থেকে নবেল নাটোক নিয়ে পড়ে তো বলব পয়সা দাও নয়তো দাদাকে বলে দোব। ওসব কখনো বৌমানুসদের পড়তে আছে ভগবান। গোল্লায় যাবে না তাহোলে ?

আহা ভগবান বৌদিদি আমাদের হিরের টুকরো তাই জন্নেই বলচি ওর মোনোসকামনা পুরনো কোরো। আলমারির দিকেও গেল না। নক্ষি বৌটির মতন চৌকি আলমারি ঝকঝকে তকতকে করে গুচিয়ে আরসির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভাবলুম ভালো রে ভালো বৌদিদি এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে হাতি-ঘোড়া কি দেখছে। ডাকব নাকি। ডাকব বলে হাঁ করেচি এমন সময় একি বৌদিদি দাদার মোতোন পাট বলতে আরম্ভো করেচে যে ! কি পাট শুনিতো বলে দোরের ফাঁকে কান দিতেই ওমা এযে অরজুনের পাট। দাদা নিয়েচে ভীমের পাট সব্বদা বলে ভগবান যখন বাবারা কেউ থাকেন না। ঘুমিয়েও বলে ভগবান। সিদিন রাত্তিরে বৌদিদিকে সাবাড় করেছিল আর একটু হোলে। বৌদিদি দোর খুলে পালিয়ে এলো তাই রক্ষে। পিসিমা বলেন হ্যাঁগা এরোগের কি ওসুদ ? তুসসাসন বোলে বৌটাকে ঘুমের ঘোরে টিপে ধরলে গো। এ ছেলের কি হবে ? তোর ভীমের পাটের নিকুচি করেছে।

ভগবান মেয়েরা পাট করলে গোল্লায় যায় কিন্তু সত্যি বলচি তোমায় বৌদিদি আমাদের সেরকম নয়। কি করবে বলোনা আহা। দাদা যদি ভীম হয়ে ওকে টিপে মেরে ফেলতে যায় রকতো খাবো রকতো খাবো বলে তো বৌদিদি একটু অরজুনও না হলে কি করে বাঁচবে ভগবান? তুমিই বলো না। পতি পরমগুরু বোলে এক ঘরেই শুতে হয় তো বেচারিকে? না ভগবান তুমি কিচ্ছু রাগ করো না বৌদিদির ওপর।



বৌদিদি অনেকক্ষণ বিররস করলে ভগবান। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভাবলুম ডাকব নাকি এবার। এমন সময় দেখি মিটি মিটি হাসচে। আরসির বৌদিদিও হাসচে ভগবান দুজনে একই তো। আমি ভাবলুম ভালো রে ভালো বৌদিদি ওরজুনের পাট করতে করতে হাসচে কেন। এমন সময় বৌদিদি ঘুরে রিহারসেলের

আলমারির কাছে গেল। দেখি তো কি করে। পেরেকে চাবি টাঙানো আসতে আসতে খুলে চুলের পোঁটলাটা বের করলে। ভগবান সুদ্দু তোমায় বলচি আর কাউকে বলিনি কাউকে নয়। তুমি তো সবই জানতে পাও। পোঁটলাটা খুলে বৌদিদি আর কিচ্ছু নিলে না ভগবান, আর কিচ্ছু নয় সত্তি বলচি। সুদ্দু একটা গোঁপ বের করে নিয়ে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে সেটা পোরে নিয়ে ওরজুনের মোতন বেঁকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। এমন শময় আমি হেঁচে ফেললুম ভগবান। শুভো কাজে হাঁচতে নেই। কিন্তু পিসিমা বলেন হাঁচি টিকটিকি সঅং বিধেতা পুরুসের হাতে। আমি অবোধ বালক কি করব ভগবান?

এক্ষুনি মাসটার মোসাই আসবেন নৈলে তোমায় আরও সব নিকতুম। সুদ্দু একটি কথা তোমায় বলি। বৌদিদিকে একজোড়া সত্যিকার গোঁপ দিও ভগবান। আহা বেচারি বড্ড ভালো গো। সেই থেকে কি মুকচুন করেই যে থাকে দেখলে কষ্ট হয় এত। আমায় জিগ্যেস করেছিল ত্বকুরবেলা বাইরে কে দাঁড়িয়ে ছিল জান ঠাকুরপো? শুভ কাজে হেঁচে দিলে মোনোসকামনা পুরনো হয় না তো ভগবান তাই মুকখানি চুন করে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি বলিনি। ঠিক করেচি একেবারে তোমাকে পেরারথোনা করব।

আহা দিও গোঁপটুকু ভগবান। মোনোসকামনা পুরনো কোরো বেচারির। এখন যদি তোমার ছুটি না থাকে তো বৌদিদির সাদের সময়ও দিও ভগবান, আহা দিও। বড় ত্বখিনি গো। ইতি—

দাস

প্রণব

ভগবান !

একটা কথা কেউ জানেনা। তীরভুবনে কেউ না। তা বলে তোমার কথা বলচি না ভগবান। তুমি তো সব জানো সব্বাইকে ভালোবাসো সব্বার মোনোসকামনা পুরনো করো। বৌদির কথাটা মনে আচে তো ভগবান ? আহা ভুলো না যেন।

তুতি মিনু বাঁটুল বলে যাযাঃ তোর বৌদিদির গোঁপ হবে না হাতি, তাহলে ভগবান কেন ওকে বেটাছেলে করে গোড়লে না। তুতি মিনু বাঁটুলের যা বুদ্ধি। তুমি বৌদিদিকে বেটাছেলে করে গোড়লে দাদার শালা হয়ে যেত না ভগবান ? পিসিমা বেটাছেলে হোলে পিসেমশাই হোয়ে যেতো না ?

একটা কথা যে কেউ জানে না বলচি সেটা ঠাকুরদাদা আর ঠাকুমার কথা। আমি সিদিন যখন ঠাকুমাকে জিগ্যেস করলুম ঠাকুরদা তোমার কে হন ঠাকুমা মিচি মিচি করে ঐ কথা বলেছিলেন আমায়। এখন আমি সব জানি। ঠাকুরদাদাও ঠাকুরমার ঠাকুরদাদা নয় আর ঠাকুরমাও ঠাকুরদাদার ঠানদিদি নয়। ঠাকুমা তো বুড়ো হোয়েচেন, এবার কোন দিন যা মুখে আনতে নেই তাই হোয়ে যাবেন। তবু কেন মিচে কথা বলেন ভগবান ? তাহলে সগ্‌গে না গিয়ে গুরুজনদের নিয়ে যা মুখে আনতে নেই যমদূতেরা সেইখেনে নিয়ে যাবে না ? ঠাকুরদাদা আর ঠাকুমা আসোলে বর আর বউ ভগবান দাদা আর বৌদিদির মতন। এবার আমি কেমন করে জানলুম তোমায় বলি শোন।

ভগবান, বেটাছেলেদের বিয়ে হয় বিয়ে পাস করলে, চাকরি করলে আর বকাটে হয়ে গেলে। বকাটে হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েদের বিয়ে হয় ধিংগি হয়ে উঠলে। নলিত ঘোসের ছেলে পনচানন বকাটে মেরে গেছল আর বোসপাড়ার নাটু বোসেদের মেয়ে মালোতি ধিংগি হয়ে উঠেছিল তাই গেলো রোববার স্থবো লগনে ওদের দুজনের বিয়ে হোয়ে গেল। নলিত ঘোস বৌভাতে খুব ঘটা করলে। চারিদিকে রব উঠে গেল। উনোরটা দুনোয় বেচে চোরাবাজারে অমন ফেঁপে উঠেচে দুটো নোক খায়েচে তার আর এত হৈ-চৈ কিসের রে বাপু? পাপের টাকা পেরাচিত্তিরে যাবে না? আর ঐ তো ছেলে। ভদ্দর-ঘরের মেয়ে পেয়েচিস এই ঢের।

আমার সব কথা মনে নেই ভগবান। তুমি তো হাওয়ার মতন সব্বোত্রো যেতে পার। আমাদের চোনডিমনডোপে সোনদের সময় একবারটি এসো না মাচির রূপ ধরে। সব শুনবে।

আমাদের সবারও নেমন্তন্ন ছিল ভগবান। বেটাছেলেদেরও আবার মেয়েদেরও। সেবারে পালচৌধুরীদের বাড়ি থেকে ফিরে পিসিমা বললে পোড়াকপাল বড়লোকদের বাড়ি নাকি আবার নেমন্তন্ন খেতে যায়। গয়না দেখে খাওয়াবার বেবোস্তা। তখন বৌদিদির বিয়ে হয়নি ভগবান। এখন বৌদিদির অনেক গয়না।

সবাই বেটাছেলেদের সঙ্গে খেতে গেল। আমি বৌদিদির পাশে বসব বলে মেয়েদের সঙ্গে গেলুম। বৌদিদি বললে তাই চলো ঠাকুরপো। তারপর চুপি চুপি বললে, শোন ঠাকুরপো আমার যখন কিছু চাইবার ইচ্ছে হবে বলব এই এর পাতে দাও, বেশ তো? কনেবৌদের কখনও হ্যাংলার মোতোন আমার পাতে দাও বলতে আচে ভগবান? নজ্জা মেয়েদের ভুসোন নয়? কলেজেপড়া আদুনিকাদের খুরে খুরে নোমোসকার নয়? আমার সব কথা মনে নেই ভগবান।

পিসিমা যখন বলেন তুমি মাচি হয়ে এসে শুনোনা আরও কি কি সব আচে। চারপো কলির আর বাকি কি ভগবান? দিদির বয়সে পিসিমা দুটো ছেলেকে মানুষ কোরে তিনটেকে নিয়ে পড়েচেন। আর এখন? দুটো পাশ তিনটে পাশ। ঘেন্নায় মরি!

প্রথম ব্যাচটা ফসকে গেল। বৌদিদি আর দিদি পনচাননের বৌদিদি আর মিত্তিরদের পানুদিদি সবাই ছাতের একধারে গিয়ে নতুন বৌএর নাক আর গয়নার পেটারেন নিয়ে গপ্প করছিল। ওদের সব ভাব আচে কিনা। আরও সবাই ছিল ভগবান তাদের নাম জানি না। এমন সময় মেয়েদের জায়গা হয়েচে বলে ডাক পড়ল। আগে নতুন



বৌয়ের নাকের নিনদে করে পানুদিদি বললে নাক দেখতে হয়তো পনচাননের বৌদির। নাকের মোতন নাক একখানা। নতুনবৌ কি করে দাঁড়াবে জায়ের পাশে অমন একরত্তি বড়ির মোতোন নাক নিয়ে? তারপর পনচাননের বৌদিদি পানুদিকে বললে আর তোমার নিজের নাক? ঠিক বাঁশিটির মোতোন নয় ভাই? আমার বৌদিদিকে জিগগেস করলে! বৌদিদি বললে হ্যাঁ পানুর মোতোন নাক এ তল্লাটে দেখা যায় না এক পনচাননের বৌদিদি ছাড়া। তারপর পনচাননের

বৌদিদি বললে আর তোমার নাকটিও চমৎকার ভাই বেশ টিকোলো। পানুদিদি বললে ঠিক টিয়ে পাকির ঠোঁটটি মোতন। তারপর দিদির দিকে চেয়ে বললে আর তোমার ননদের নাকটিও ফেলা যায় না। আর একটি মেয়ে বললে হ্যাঁ যেন তিলফুলটি তুলে বসিয়ে দিয়েচে কে। আটজন ছিল ভগবান। সব্বাই সব্বাইয়ের নাককে তিলফুল বাঁশি আর টিয়ে পাকি বলে সুকখেত করতে করতে ওদিকে হুড় হুড় করে সব আসন ভোরতি হয়ে গেল, যাঃ।

তুতি মিনু বাঁটুল হোলে ভ্যাঁক কোরে কেঁদে ফেলত। আমি কোনমতে কোনমতেই কেঁদে ফেললুম না ভগবান। যখন নুচির গনদো বেরুল ওদিকে অনদোকারে সরে গিয়ে চোকছুটো মুচে ফেললুম আবার মুচে ফেললুম আবার মুচে ফেললুম। নেমন্তন্ন বাড়িতে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলতে আচে কক্‌খনো ছিঃ। তারপর পনচাননের বৌদিদি বললে এবার আমি ওদিকে যাই ভাই খোঁজ পড়বে। তারপর চলে গেল। তারপর পানুদি বললে দেখেছ কানডো? নতুন জা হোল ছোট দেওরের বৌ তার নাক নিয়ে এত হিংসে। কি এমন খারাপ নাক ভাই? বৌদিদি বললে ওঁর মোতোন সবাই উটনাকি হোত তো বডডো ভালো হোত। আর একজন বললে তাই না তাই নাক না খাঁড়া। মাকালী উঁচিয়েই আচেন। সব খিল খিল কোরে হাসতে লাগল। আমার এত আল্লাদ হোল ভগবান। মনে মনে বললুম হে মা কালী হে মা দুগ্‌গা এবার সব্বাই আগেকার কথা ভুলে গিয়ে সব্বার নাককে ঐরকম বিচ্ছিরি বলুগ। নারোদ, নারোদ।

এমন সময় জগু এসে বললে তোকে তোর দাদা বাইরে ডাকচে। জিগগেস করলুম কেন রে? বললে ওদের কেলাবের সবাই ফাস্ট ব্যাচে জায়গা পায়নি বলে ভয়োংকোর চোটে আচে, নলিত ঘোসকে রাবরি আর চিংরিমাচের কালিয়াতে ফেল করাবে। একজামিনে ফেল

মানে তিরিসের কম পাওয়া ভগবান আর নেমন্তন্নর ফেল মানে এক্কেবারে কিছু না থাকা। একজামিনে ফেল হয় মাসটার একচোখো বোলে। নেমন্তন্নয় ফেল হলে যারা পরিবেসোন করে তারা হ্যাঁ আনচি হ্যাঁ আনচি কতো খাবে বোলে আর আসে না। তখন পান নিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে সবাই খুব নিন্দে করে। বলে অত নেমন্তন্ন না করলেই পারিস। অত বড়মানসি কোরতে গেলি কেন? আরও সব অনেক কথা। চোনডিমোনডোপে উটতে উটতে গোঁসাই ঠাকুরদা বলে ওরে সোমভু একটু বেশি করে তামাক সাজিস কাল বড্ড খেয়েছি হজম হয়নি এখনও। তারপর অনেক গপপো হয় সবাই খুব হাসে। আমাদের বলে তোরা ছেলেমানুস শুনতে নেই।

দাদারা খুব রেগে তাস খেলছিল। দাদা আমায় বললে পোনু তোকে একবার বাড়ি যেতে হবে। তারপর সবার দিকে চেয়ে বললে কি বলে টাকাটা বের করা যায় বলদিকিন! সবাই তাইতো বলে মাতা দোলালে তারপর দাদাই বললে হয়েচে বাবাকে বলবি দাদা বৌয়ের মুখ দেখার টাকাদুটো হারিয়ে ফেলেচে দুটো টাকা চেয়ে পাটিয়েচে। হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা না, আরে মোলো।

আর কাউকে বলিনি। তীরভুবনে কাউকে না। সুদু তোমায় বোলচি ভগবান আমার সত্তি কান্না পাচ্ছিল। গেলে এ ব্যাচটাও ফসকে যাবে না? খুব বেশি কোরে খেতে পারব বলে বিকেলের খাবার তুত্তিকে দিয়ে দিয়েছিলুম, বড্ড খিদে পেয়েছিল। তারপর দাদারা যদি চিংরি মাচ আর রাবরিতে ফেল করায়? কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলতে আচে কখনও? ছিঃ! তাই আমি কোন মতে কোন মতেই কেঁদে ফেললুম না! নলিত ঘোসেদের গেটের কাচে এসে একবার চোখ মুচে নিলুম, আরও একবার মুচে নিলুম, তারপর সেকেন ব্যাচ ফোসকে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায়

চলতে শুরু করেছি জগু এসে বোললে ওরে পোন্নু জানিস? আমি বললুম, কি? জগু বললে তোর দাদার টাকা হারায় নি। ওরা পানে সিদ্ধি পুরে পান খেয়ে পাতে বসবে। হ্যাঁ, সত্তি আমি দেখলুম গ্যাঁড়া শিবু টাকা নিয়ে সিদ্ধি আনতে গেল। উস্ তোর দাদা কি মিথ্যেবাদিরে, আমি যদি জানলার নিচে থেকে না শুনতুম?

কারুর খুব খিদে পেলে তারপরে ফাস্ট ব্যাচ ফসকে গেলে তারপর সেকেন ব্যাচ ফসকে যাবে বলে ভয় করলে তার গুরুজনের কখনও নিনদে কোরতে আচে ভগবান? দাদাকে মিথ্যেবাদি বলতে আমার তাই যে কি কস্ট হোল তোমায় কি বলব। নেমন্তন্নয় যে কান্নাটাকে কোনমতে কোনমতেই বেরুতে দিনি সেটা হুস কোরে বেরিয়ে পড়লো। তখন জগু আমায় জড়িয়ে ধরে বললে তুই কাঁদচিস পোন্নু? কাঁদিসনি, তোর দাদা তোকে নেমন্তন্ন থেকে পাটিয়ে দিলে কিনা তাই বললুম মিথ্যেবাদি। ভাবলুম পোন্নুর তাহলে বেশ একটু আল্লাদ হবেখন। নৈলে বামুনদের কি মিথ্যেকতা বললে দোষ থাকে! পৈতে হয়ে গেলে বামুনদের মিচে কথা বললে আর যুধিসঠিরের মতন ধারমিক হয়ে গেলে রাজাদের ইতি গজো বলে মিচে কথা বললে দোষ হয় না। শুনিসনি যাত্রায়? তুই চুপ কর।

বাবা বাড়িতে ছিলেন না। তাই বলে দাদা বেশ টাকা পেলে না সিদ্ধি খেয়ে বেশ চিংড়ি মাচে আর রাবড়িতে ফেল করতে পারবে না এই সব মনে করে খুব আল্লাদ হোতে আচে ভগবান? ছিঃ! দাদা গুরুজন নয়? আমি মনে মনে খুব কস্টো হোয়ে একটুও তাড়াতাড়ি না কোরে নেমন্তন্নয় ফিরে যাচ্ছিলুম এমন সময় ওকি দাদার ঘরে বাজনা কেন? দাদা বৌদি হোতায়, বাড়িতে কেউ নেই। তবে বাজনা বাজায় কে? ভূত নয়তো রে বাবা? খুব ভয় করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসব এমন সময় ক্যাঁচ কোরে এক হাঁচি। এতো

ভূতের খোনা হাঁচি নয়। মানুসেরি মোতোন তো। তখন আস্তে আস্তে রাম রাম বোলতে বোলতে পা টিপে টিপে জানলার ফাঁকে চোখ দিয়ে যেই দাঁড়ানো ওমা একি, ঠাকুরদাদা যে।

ঠাকুরদাদা দাদার পালংএর ধারটিতে একপা তুলে একপা ঝুলিয়ে বোসেচেন ভগবান আর দাদার সেতারটা কোলে নিয়ে পিরিং পিরিং কোরে বাজাচ্চেন। আর ঠাকুরমা সামনে বসে শুনচেন আর একটু একটু হাসচেন। তারপর ঠাকুরদাদা একটু হেসে বললেন না আর আসে না বড্ড হাত কাঁপে। বোলে সেতারটা নামিয়ে রাখলেন। সত্তি আমি দেখলুম তো ভগবান বড্ড কাঁপছিল হাতদুটো। অতো বুড়ো হয়েচেন তো। কি দোষ বলো না। তারপর দুজনে একটু চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ঠাকুরদা একবার চারদিকে চেয়ে ঠাকুরমার দিকে চেয়ে বোললেন ঘরটা ঠিক সেইরকম আচে না? তোমার মনে আচে? তারপর ঠাকুরমা ঠাকুরদার দিকে চেয়ে একটু হেসে বোললেন মনে আর থাকবে না? সব কতা কি ভোলে মানুসে? ভগবান বুড়োমানুসদের নজ্জা হয় ভগবান। হাঁ সত্তি হয় আমি নিজের চোকে দেখলুম তুমি বিস্‌সাস করবে না। দাদার সঙ্গে কতা কইবার সময় বৌদিদির যেমন এক একবার নজ্জা হয় ঠাকুরমারও ঠিক সেইরকম হোলো ভগবান। আমি নিজের চোখে দেখলুম। তারপর দুজনে চুপ করে রৈলেন আবার। তারপর ঠাকুরদা আবার চারদিকে চেয়ে বোললেন কতদিন হোয়ে গেল সেসব। ঠাকুরমা বললেন হ্যাঁ তা হোল বৈকি। এই ফাগুনে ঠিক পনচাননো বছর পুরো হবে, দিন কি বসে থাকে? তারপর ঠাকুরদা বোললেন সে রাত্তিরটার কথা তোমার মনে আছে কিনা জানিনা। ফুলসোয্যের রাত্তিরটার কথা। আমি ঠিক এইখেনটিতেই বোসেছিলুম এমন সময় তুমি ঘরে ঢুকলে। নিজে কি আর ঢুকলে? বারোবছরের কোনেবৌ

নজ্জাতেই সারা। পেছন থেকে ঠেলে দিতে একগলা ঘোমটা টেনে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলে। ঠাকুরমা সেইরকম বৌদির মোতন নজ্জায় হেসে বোললেন নাও, অত খুঁটিয়ে নাকি মনে থাকে মানুসের? তারপর ঠাকুরদা বোললেন কেন আমার তো আচে। উটে বোস না পালংটাতে। ঠাকুরমা নিচে মোড়ায় বসেছিলেন ভগবান। বললেন কেন? তারপর উটে বোসে বললেন যেন বাই একটা তোমার। আবার দুজনে চুপ কোরে বোসে রৈলেন। তারপর ঠাকুবদা বললেন সেদিন কি ভাবতে পেরেছিলুম নাতি-নাতবৌ হবে আর ঠিক আমাদের এই পালংটিই দখল করবে? ঠাকুরমা বোললেন বেঁচে থাকলেই অনেক দেখান ভগবান। আসিব্বাদ করো ওরাও যেন এই রকম দেখে একদিন। আবার একটু চুপ কোরে রইলেন দুজনে। ঠাকুরদা সেতারটা আবার তুলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিলেন তারপর বোললেন আসিব্বাদ তো অসটোপ্পোহোর কোরচি। সুদু এইটুকু ভাবি আমাদের বিছেনার মজ্জেদা কি এরা রাখবে সেইরকম কোরে? আজকাল এদের যেন কেমন কেমন ভাব। আটা নেই। বাইরের পাঁচটা জিনিস নিয়েই হুড়োহুড়ি। তুমি একটু সোরে এসো না আরও।

ঠাকুরমা সরে এলেন না ভগবান। একটু একটু হাসতে হাসতে নেবে গিয়ে বিছানার ওকোণ থেকে চাদরটা তুলে দুটো মালা বের করে নিয়ে এসে সেইরকম বৌদির মোতোন একটু একটু নজ্জায় হাসতে হাসতে বোললেন এই দেখো মোজ্জেদা রাখচে কিনা। আজ ফুল-সোয্যের বাড়ি থেকে ফিরে নাতি নাতবৌ এ কি মতলোব এঁটে রেখেচে দেখো। এ ঘরেও আজ ফুলসোয্যে। ঐ বাটিটাতে একবাটি ফুলও মোজুত। তারপর একটু একটু হেসে, একটু একটু নজ্জা করে দুজনে মালা দুটোর দিকে অনেকখোন চেয়ে রইলেন তারপর ঠাকুরদা

হাত বাড়িয়ে বোললেন ওর একটা আমায় দাও। তারপর ঠাকুরমা বৌদি যেমন এক একবার মিচিমিচি রেগে দাদাকে বলে সেইরকম একটু হেসে মিচিমিচি রেগে বোললেন, কেন শুনি? ঠাকুরদা একটু এগিয়ে বোললেন দাওই না। একটা তোমার হাতেই থাক। তারপর ঠাকুরমা বোললেন যতো সব আদাড়ে কানডো। এইটুকু বলে মালাটা দিতে গিয়ে আবার হাতটা টেনে নিয়ে বোললেন দাঁড়াও আসচি।



ঠাকুরদা বোললেন আবার চললে কোতায়? তুমি চিরদিন একরকম থেকে গেলে। ঠাকুরমা সে কথা না শুনে চোলে গেলেন ভগবান। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে করচি হুৎ বেশ দেখছিলুম তাহলে চলে যাই ওদিকে বোধ হয় সেকেন ব্যাচ বসে পোড়ল। এমন সময় ঠাকুরমা ল্যাডা পাড়ের সারি আর মুখে তাঁর বাঁধানো দাঁতটা পোরে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুরদা বোললেন, ও এই জন্যে? তা ভালোই

হয়েচে দিব্যি মানায় তোমায় নতুন দাঁতে। এইবার মালাটা দাও আর এইখেনটিতে এসে বোসো সেইদিনটির মোতোন। ঠাকুরমা বৌদিদির মোতোন একটু একটু নজ্জা করে যতো আদাড়ে কানডো বোলে যেই এগিয়ে মালাটা দিতে যাবে ভগবান অমনি জগু ওদিকে ডেকে উটলো পোন্নু তুই কতকখোন এয়েচিস, ঘুমিয়ে পোড়লি নাকি? তোর দাদা যে ডাকচে রে।

ভগবান তুমি সত্তি বড্ডো ভালো। সত্তি তোমায় বড্ড ভালো বাসি। সত্তি সত্তি সত্তি এই তিনসত্তি গালচি। সব্বার মোনোস-কামনা পুরনো করো তুমি। আমার এতো ভালো লাগছে তোমায়। তুমি যে অবোধ শিশুর মনের কথা বুঝতে পেরে দাদাদের সিদ্ধির মোদ্ধে সেঁদিয়ে অত কড়া করে দিয়েছিলে তার জন্যে ওদের কেলাবের সাতজন সেইখেনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, পাঁচজন পথ ভুলে বাড়ি চলে গেল, বারো জনের মধ্যে চারজন আসনে গুম হোয়ে বসে রৈল বাকি সবাই পেট ভরে খালি হাসলে।

নলিত ঘোস আর চিংরি মাচ আর রাবরিতে ফেল হোলনা ভগবান। আমি ইয়াব্বড়া বড় ছুঠো মাচ খেয়েচি। বউদিদি চারটে আর তিনখুরি কোরে রাবরি। তার বেশি খেলে কোনে বউকে হ্যাংলা বলবে না ভগবান? ছিঃ! ইতি—

প্রণব

ভগবান !

ময়ুর ময়ুরি কি রকম দেখতে হয় ? তুতি বলে বেড়ালের মতন, জগু বলে কুকুরের মতন, আমি বললাম মোহিসের মতন। আমারটাই ঠিক নয় ভগবান ? তুতি বলে ময়ুর ময়ুরি মোহিসের মতন হয় না হাতি। তাহলে গাচে চড়ে কি কোরে ? তুতি তো ভারি জানে। তুমি ছেলেবেলায় বাঁশি বাজালে জোমুনার জল উতলে উঠত না ? গোপিনীরা মিনুদের সদোর ঘরের ছবির মতন রান্নাবান্না ভুলে কাপড়ের কথা ভুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত না ? গাছে কদম ফুল ফুটে উঠত না ? মোহিসের মতন ময়ুর ময়ুরিরা গাছে উঠে পড়ত না ? তোমার বাঁশির খ্যামোতা কি কম ? ভারি তো জানে তুতি। ফুকৃলি কোথাকার !

তুতির দিদি শৈলদিকে পরশু মেয়ে দেখতে এসেছিল ভগবান ! এই নিয়ে পাঁচ জায়গা থেকে হোল। মেয়েদের দেখা মানে চুল দেখা, হাতের আঙুল দেখা, উলের কাজ দেখা আর হাতের নেকা দেখা। সবাই আসনের ওপর খাবারের পেলেটের সামনে বসে জিগ্গেস করে কি নাম তোমার, কতধুর পড়েচ, সুক্তোতে কি কি মসলা লাগে, এক সের দুধের পায়েসে কতটা নুন দিতে হয়। মেয়েরা ভয়ে ঘেমে যায় ভগবান, এক এক সময় কাঁদোকাঁদো হয়ে যায়। ততক্ষণে ওদের খাওয়াও হয়ে যায়। তারপর রুমাল দিয়ে হাত মুচতে মুচতে বলে বেশ মেয়ে দিব্যি মেয়ে এবার তুমি যাও মা। তারপর নিকে পাঠায় কুসটিতে মিলল না। আবার দেখবে কোথায় ছেলে আছে, আবার লুচির থালা সামনে ধোরে মেয়ে দেখা।

জব্দ করেছিল শুধু একবার চৌধুরিদের মেয়ে সোনামণি। সবাই তোয়াজ করে লুচি আলুরদম ওড়াচ্চে এমন সময় সোনামণি ভেতর দোর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে এককাটা জমি জুড়ে আসনের ওপর বসল। একে ঐ লাস মেয়ের পাঁচটা বাঘ খেতে পারে না তার ওপর সবে পোশচিমে মামার বাড়ি থেকে চেহারা ফিরিয়ে এসেচে, ঠিক একটি



কাটা দখল করে বসলেন আমার সোনামণি। যে যেমন ভাবে ছিল যেন পাতরের মূর্ত্তি বোনে গিয়ে হাঁ করে রৈল। মুখ দিয়ে কথা বেরুবে তবে তো নাম জিগ্‌গেস করবে, কি ভালো মন্দ দুটো কথা জিগ্‌গেস করবে। মেয়ের গতোর দেখে সবার বাকরোধ হয়ে গেছে, এদিকে না বেরোয় কথা ওদিকে না যায় লুচি আলুর দম ভেতরের পানে।

ছেলের মেসো জল খেতে গিয়ে বিসোম লেগে একেবারে যায় যায়। ছেলের বাপ বোধহয় বেশ মেয়ে, দিব্যি মেয়ে বলে সোনামণিকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতেযাবে, গলায় আলুর দম আটকে বাঁক বাঁক করে একটা শব্দ কোরে চোখ কপালে তুলে এখোন তখোন অবোসথা। একদিন মাচির বেশ ধোরে পিসিমার কাচে এসে শুনো না গপ্পটা।

তুমি জিগ্গেস করবে সে মেয়ের বিয়ে হোল কি না। ও মা, বিয়ে আবার হবে না। বিয়ে কি আজকাল মেয়ের সঙ্গে হয় নাকি, বিয়ে হয় টাকার সঙ্গে। নারায়ণ চৌধুরী একদিকে রাখলে টাকা একদিকে বসালে মেয়েকে। ঐ ছেলের বাপই দাঁড়িপাল্লা কাঁদে করে বাজনাবাদ্যি করে বৌ নিয়ে গিয়ে ঘরে তুললে। তারপর চিঠিতে মেয়ের রূপের কথা আর ধরে না। সামনে আবার পূজোর তত্তো রয়েচে কি না। শুনো না সবটা পিসিমার কাচে।

আহা শৈলদির মামা অত টাকা কোথায় পাবে ভগবান? ছাপোষা মানুষ তার ওপর ঐ তুটি মাতনি ঘাড়ে। কচ্চে যে এই ঢের, আজকাল কে করে বলো? পেরথোম যারা দেখতে এলো নিকে পাটালে মেয়ের আর সবই ভালো সুদ্ধ্যু রংটা একটু ময়লা। আমরা একটু ফরসা মেয়ে খুঁজচি। শৈলদির মামা ছুটল তাদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে এর ওর মুখ থেকে টের পেলে সে-সব কিছু নয়। আর এক জায়গা থেকে বিয়ের সম্মনধো এসেচে, মেয়ে খুব কালো কিন্তু বাপের খুব টাকা। অনেক কান্নাকাটি করতে বললে, বেশ ছেলে নিজে দেখতে যাবে। যদি পচনদো হয় তো বিয়ে দোব।

কি চমৎকার ছেলে ভগবান। তুমি যদি দেখতে। আমার মনে হচ্ছিল আহা আমাদের খুকি যদি বড়ো হতো। আর ওদের মতন হ্যাংলাপনা করে হাঁই হাঁই করে খেলেও না কিচু ছেলে। একবারটি দেখলেও না মুখ তুলে শৈলদিকে। সঙ্গে মামাতো ভাই এসেছিল সে-ই

জিগ্‌গেস করলে তোমার নাম কি। লিখে দাও তো নামটা। কতদূর পড়েছ। গান জান? শৈলদি ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। একটা গাইতে পারবে। শৈলদির তখন মনে হচ্ছিল মা জানকী তুমি এর চেয়ে বেশি নজ্জায় পড়ে কি পাতালে সেঁদিয়েছিলে? বিকেলে তুতি এসে আমায় বললে। শৈলদি তার সোয়ের কাচে গল্প করছিল। তুতি শুনেচে। আহা মেয়ে হওয়া কত জন্মের পাপ ভগবান। একথাটাও শৈলদি ওর সইকে বলেচে। তুমি এবার মেয়ে হওয়া বনধো করে দিতে পার ভগবান?

ভাগ্যিস ছেলে বাঁচিয়ে দিলে। ঘাড় নিচু করে এটা একটু ওটা একটু টুকে টুকে খাচ্ছিল গাওয়ার কথা বলতে ফিস্ ফিস্ করে মুখটা বাড়িয়ে মামাতো ভাইকে কি বললে। মামাতো ভাইটা ফাজিল, একটু একটু হেসে গনদোওলা নীল রুমালটায় হাত মুচতে মুচতে বলল, বেশ তো গান না শুনিস জিগেস কর কিছু। একবার চোখ তুলে দেখাও তো দরকার, তোর তো দেখচি লুচি-সন্দেশ খেয়েই ফুরসৎ নেই। বাড়ি গিয়ে কি বলবি? রোজতো তোকে ডাকবে না কেউ। লুচি সন্দেশ এত সস্তা নয়। সব্বাই হেসে উঠলো। কি ফাজিল ছেলে ভগবান। তারপর শৈলদির মামাকে বললে নিয়ে যান মেয়েকে।

তুমি ভেবেচ নাকি ছেলে শৈলদিকে দেখেনি। দুকুরবেলা বৌদি আর দাদাতে খুব তক্ক হোল। দাদা বলে দেখেনি। বৌদি বলে নিশ্চয় দেখেচে। বেটাছেলেদের মাথার মাঝখানে চোখ আচে। চুরি করে দেখতে তোমাদের দ্বিতীয়টি নেই আর। দাদা বললে থাক যারা একগলা ঘোমটা টেনে তার মদ্দে থেকে দুনিয়ার খবর রাখে তাদের আর সাধু সাজতে হবে না।

বৌদিদির কথাই ঠিক ভগবান। অনেকদিন আর কোন খবর নেই। শৈলদির মামা এইবার একবার বস্তিবাটি যাবে মনে করেচে,

এমন সময় ছেলের চিঠি এল। মেয়ে পছন্দ হয়েচে, মারও পছন্দ। কিন্তু এঁরা যেন চেষ্টা না করেন। ছেলের মামা বড্ড কড়া লোক। তাঁর ইচ্ছে নয়।

তুতি আমায় বললে ভগবান। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল বেশ চমৎকার হোত শৈলদির অমন সুনদোর বর হলে। আর একটা কথা জান ভগবান? সুত্যি তোমায় বলচি। আর কারুখ্যে বলিনি। তুমিও বোল না। শৈলদিরও খুব পছন্দ হয়েচে ভগবান। হ্যাঁ সত্যি বলচি। শৈলদি বলেচে তার সই প্রভাদিকে। প্রভাদি বলেচে তার ভাজকে। ভাজ বলেচে প্রভাদির দাদাকে। প্রভাদির দাদা ভুবনদা বলেচে আমার দাদাকে। দাদা বলেচে বৌদিকে। বৌদি বলেচে পিসিমাকে। আর সবাই সবাইকে দিব্যি দিয়ে বলতে বারণ করেচে। ভগবান তিরভুবনে আর কেউ জানে না। পিসিমা শুনে বললেন নাও মেয়ে আবার মানুষের মধ্যে তার আবার পছনদো।

তারপর আরও তিন ব্যাচ এল ভগবান। লুচি সন্দেশের সেরাদ্দ করে গেল। একজন নিকলে কুসটিতে মেলেনি, একজন নিকলে আরও লেখাপড়া জানা মেয়ে চায় ছেলে। এক ব্যাচ এল দুজন মেয়েমানুষ সঙ্গে করে। ছেলের পিসি আর ভাজ। পিসি খুব রোগা, খালি পান খায়। ভাজ খুব মোটা, খালি পাকার হাওয়া খায়। খুব ভাল করে দেখে গেল। দুজনেই দেমাকে। বললে হ্যাঁ তা মেয়ে মন্দ নয় সুদ্দু নাকটা একটু বড় হলে ভালো হোত। আমাদের পিসিমা তো টাঁসটেঁসে ভগবান? বললেন কেন? ছেলের পিসিমা বললে আমাদের ছেলে একটু খাঁদা খাঁদা কিনা। পিসিমা বললেন তা মেয়ের নাক তো কেটে তাতে জুড়ে দেওয়া হবে না ভাই।

বললে গিয়েই চিঠি দেবে। তা আর সাড়া শব্দ নেই। শেষে শৈলদির মামা চিঠি দিতে নিকলে কি দিতে থুতে পারবেন জানান।

শৈলদির মামা আমার বাবার সঙ্গে পরামরসো করে নিকে দিলেন। ওরা নিকলে মেয়ের নাক নিয়ে সবাই একটু খুঁৎ খুঁৎ করচে আপনারা অন্য জায়গায় দেখুন। বাবা শৈলদির মামাকে বললেন ওটা এক হাজার করে দাও ছেলেটি চাকরি করচে। ওরা নিকলে দুহাজার। ছেলে এক হাজার দিয়ে একটি মটোর সাইকেল কিনবে। বাবা শৈলদির মামাকে বললেন লিখে দাও খাঁদা পুতের অত আবদার নয়, সাইকেল থেকে পড়ে যদি ওটুকু নাকও ছেঁচে যায় তখন ?

তারপর নৈহাটি থেকে খবর এল আবার একদল মেয়ে দেখতে আসচে ছেলে আর দুজন বোনধু। এই ছেলের কথা বলবার জন্যেই তোমায় নিখচি চিঠিটা ভগবান ছেলে আর তার বোনধুদের আসবার কথা শুনে শৈলদি মামিমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আমায় আর এমন করে দগধাতে দিও না মামিমা। মেয়ের মোতন না থাকতে দাও দাসীর মোতন থাকব আমায় বিদেয় কোর না। ওর মামা মামিমা দুজনেই তো খুব ভালো, মামিমা ওকে তুলে বুকে জড়িয়ে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাজিয়ে দিলেন। শৈলদি চোখ-দুটো ভালো করে মুচে আসনে গিয়ে বোসলো।

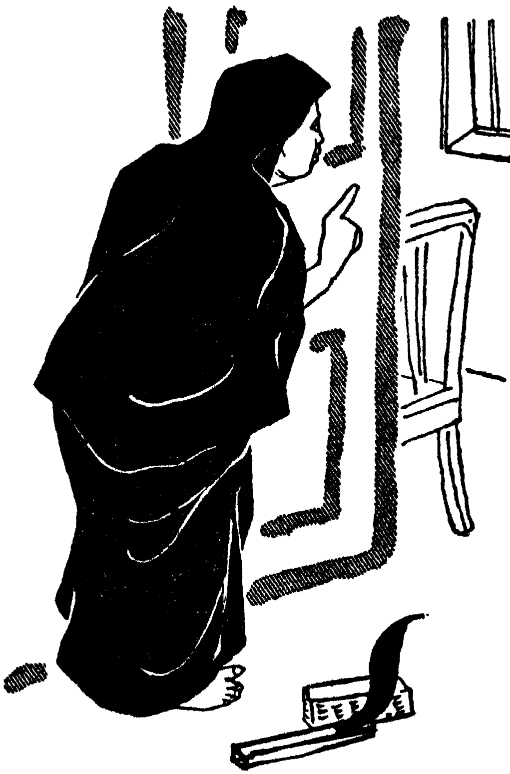
এবার ছেলে মানে আর ছেলে নয় ভগবান। পিসিমার ছেলে যুগোলদার মতোন বড়ো। হারুকাকার মতোন দুটো দাঁত নেই, আর উপীন জেটামশায়ের মতোন পাতলা চুলের পাড় বসানো মসতো টাক। নিজে মাঝখানে বসে শৈলদিকে দেখতে লাগল আর দুধার থেকে দুই বোনধুতে জিগ্‌গেস করতে লাগল তোমার নামটি কি কতদূর পড়েচ ? ভৈরবীতে আর ডানলাতে কি তফাৎ ? আর পুরবিতে আর সুকৃতোতে। বেহাগে কি মসলা দিতে হয়, শাগের ঘনটে কোন রাগ লাগে ? আমার ভালো কোরে মনে নেই

ভগবান, নোতুন নোতুন কথা সব। একটু গুলিয়ে ফেলচি। আগেকার ওরা জিগ্যেস করেনি তো।

ছেলের বাপ মা কেউ নেই।—একটা বৌ ছিল তাকে সাবড়েচে। একটা আট বছরের মেয়ে আচে। আমাদের বাড়িতে ঠাকুমা মা পিসিমা বৌদি সবাই হায় হায় করতে লাগল অমন সোনার প্রোতিমের মোতন মেয়ে শেষকালে কি না ঐ দোজবরের হাতে পড়বে। তাও যদি একটু ছিড়ি-ছাঁদ থাকত। পিসিমা বাবাকে বললেন তুই একবার ওর মামাকে বল যত্ন। আমি ওর মামিকে বলেছিলুম তা সে মেয়েমানুষ কি করবে কেঁদেই আকুল, বলে সত্যিই মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছি দিদি। কি করবো অবোস্থা নেই। বাবা বললেন বুঝচি তো কিন্তু কি করে বলি। এক পয়সা দিয়ে তো সাহাজ্যো করতে পারব না। তবু এ-পাত্রকে কিছু দিতে থুতে হচ্চে না তেমন।

তুমি মনে করচ সত্যিই বুঝি দিতে-থুতে হবেনা ভগবান? ঘটক মাগি আগে তাই বলেছিল বলে বাবা ও কথা বললেন। তার পরদিন ছেলের চিঠি এল। নিজে আর নেকেনি বোনধুকে দিয়ে নিখিয়েচে। শৈলদির মামা নিকেছিল, ছ'ভরি সোনা আর তিনশ নগদ। বোনধুর চিঠি এল মেয়ের চুল একটু ছোট বলে ছেলে একটু দোমনা হয়ে রয়েচে। পাঁচশ নগদ আর আটভরি সোনা হোলে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি। বাবা যেদিন পিসিমাকে ঐ কথা বললে না? তারপর দিন চিঠিটা এল। শৈলদির মামা মুখ চুন করে বাবার কাচে এসে বললেন এই দেখুন দাদা। বাবা তামাক খাচ্ছিল ভগবান। এমন রেগে গেল যে কলকেটা একদিকে ছিটকে পড়ল গড়গড়াটা অন্যদিকে। চিৎকারে গলা ফাটিয়ে বললে অসুখ থেকে উঠে একটু পাতলা হয়ে গেছে চুল তা একি তার জন্যে জরিবানা নাকি? বেশ দিচ্ছি তার

আগে হিসেব দিগ তো ওর নিজের মাথায় কগাছা চুল আচে। যার নাক নেই মেয়ে তার নাক জোগাবে যার চুল নেই মেয়ে তার চুল জোগাবে যেন লুট পড়ে গেচে আর কি। আ গেল। তুমি লিখে দাও দয়াল ওর বেশী একটি পয়সা কি একরতি সোণা আমি দিতে



পারব না। ইচ্ছে হয় বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়ে করে যাক। একটা দোজবরে টেকো তিনকূলে কেউ নেই সেও মোচড় দেয়। উচ্ছন্ন যাক এমন জাত আর এমন সমাজ।

আমার যে কি আমোদ হচ্ছিল ভগবান তোমাকে কি বলব। আর

সব্বারও। পিসিমা বললেন যাক মেয়েটার ফাঁড়া কেটে গেল। বেশ হয়েচে বর কি জুটবে না? বাঁদরের গলায় মোতির মালা পড়ছিল, আমাদের সব্বারই মনটা খারাপ হয়েছিল। ও নিজের পাপেই হারালে সে মালা ভালোই হোল। এমনই অঘটন কি হয়? এখনও চন্দ্রসুয্যি তো উঠচে গা আকাশে।

তিন দিনও গেল না ভগবান ছেলের চিঠি এল বোনধুরা নিজের মন থেকেই নিকেছিল। ও ঐ টাকা আর ঐ সোণাতেই বিয়ে করবে। আমার মনটা আবার এত খারাপ হয়ে গেল ভগবান। আর সব্বারও। বাবা বললে রোস দয়াল বুজেচি। ব্যাটাকে একটু খেলিয়ে তোলা যাক্। নেক আমি ও টাকাও যোগাড় করে উঠতে পারচি না এখন। যারা ধার দেবে বলেছিল উলটে গেচে। আবার যোগাড় দেখতে হবে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আমরা মনে করলুম এইবার নিশ্চয় ভেংএ যাবে। বেশ হবে। আর সব্বাইও মনে করলে। তার পরদিন ঘোটকি নিজে এসে হাজির। বোললে টাকাই কি সব? না ছেলের অভাব টাকার? আপনারা ধানদুব্বো দিয়েই বিদেয় করবেন মেয়ে। বিয়ের দিন ঠিক করে গেল ভগবান। আসচে রোববার। যাঃ আর কোন ভরসা নেই।

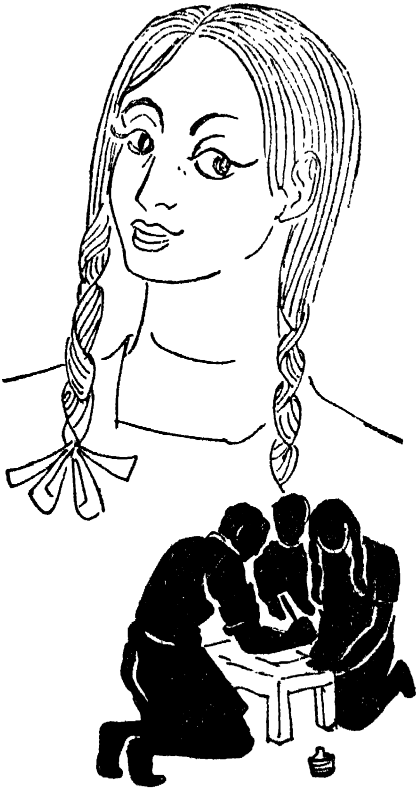
আমি তোমায় কতোখোন ধরে প্রারথোনা করলুম ভগবান মাগির নৌকোটা ডুবিয়ে দাও পার হবার সময়। বেলা তিনটের সময়। তুমি কি তখনো ঘুম থেকে ওটোনি? বাঁটুল এতবড় একটা ঢিল ছুঁড়ে ছিল গুইরামের দোকানের পেচন থেকে। ভাগ্‌গিস তুমি জলে পড়িয়ে দিলে না হলে ওর পাপ হোত তো? মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে আচে ভগবান? ছিঃ আমি বললুম তার চেয়ে বরং আয় আমার সঙ্গে প্রারথোনা কর মাগির নৌকো ডুবে যাক। না হয় ওলাউটোয় ধরুগ। বাঁটুল বললে তুমি এখন শুনতে পাবে না। রাজভোগ খেয়ে

ঘুমুচ্চ। ওর মামার বাড়ি পুরিতে কিনা। অনেকবার গেচে। তুমি কখন খাও কখন শোও সব জানে।

ভগবান আমার এই রকম পাতলা কাগজ আর নেই তাই তাড়াতাড়ি নিখে দিচ্চি। মোটা কাগজ খামে আঁটে না। তুমি তো তোমার কংসমামাকে বধ করেছিলে? এইবার সেই যে আগে সব্বার চেয়ে সুনদোর ছেলে শৈলদিকে মেয়ে দেখতে এসেছিল তার মামাকেও একটু বধ কোরে দাও ভগবান। শৈলদিরও তাকে তো বড্ড পছনদো হয়েছিল। তোমার তাতে বেশি মেহনত লাগবে না। মা সেতলা তাকে সব্বাঙ্গে দয়া করেছেন। মিনুর মাসির বাড়ি তো তাদের কাচেই? মিনুই বললে। আর শোনো ভগবান সেও ভাগনে আর ইদিকে শৈলদিও ভাগনি দুজনে ভাই বোনের মোতোন বেশ চমৎকার মানাবে না?

আর নৈহাটির দোজবরের কথা তোমায় ভাবতে হবে না ভগবান। আমাতে আর বাঁটুলেতে আর তুতিতে মিলে তাকে একটা চিঠি নিকে দিয়েচি তাতেই হবে। বাঁটুলটা কি দুষ্টু—ভগবান বলে ওর বাপ তুলিয়ে গালাগাল দিয়ে নেখ। তা কখনও দিতে আছে ভগবান ছিঃ। আমি বললুম আয় আমরা দুজনে মিলে ভয় দেখিয়ে নিখে দি সবাই মিলে মারব বলে। তখন তুতি বললে তোরা বেটাছেলে ষাঁড়ের নাদ আমার বুদ্ধি নে। যেমন যেমন বলচি দিদির নাম দিয়ে চিঠি নিখে দে। তুতি ছেলের নাম আর ঠিকানাও চুরি করে যোগার করেছিল ভগবান। তখন আমরা তিনজনে চিটিটা এই রকম কোরে লিখলুম। আমি লিখলুম তুতি বলতে লাগল আর বাঁটুল দেখতে লাগল। তুতি ওর পিসতুতো বোন রমাদের চিঠি চুরি করে পড়ে কিনা নয়নমণি চনদ্রানন বিরহানল আরও অনেক চোখা চোখা কথা মুকোসতো আছে। বিরহানল খুব গনগনে আগুন। চিঠিটা এই রকম দাঁড়াল

ভগবান। প্রাণনাথ। তোমায় আমার খুব পচনদো হোয়েছে কিন্তু আর কারুই হয় নি। তাই তারা বলচে তুমি যেমন ঘুমুবে তোমার গায়ে জামায় দেশলাই জেলে তোমায় বিরহানলে পুড়িয়ে মারবে। এই জন্যে আমার মাথার দিব্যি তুমি আমার দুঃখের কথা না ভেবে



অন্য মেয়ে বিয়ে করোগে। আমি অভাগিনি যদি সতি হইতো এ জন্মে তোমায় পেলুম না আর জন্মে পাব। তোমার খাবারে বিষ মিসিয়ে দেবেও বলেচে। বিধবা হোলে যে মাচ মাংস কিছুই খেতে পাব না প্রাণনাথ। ইতি শ্রীচরণের দাসী শৈলবালা।

চিঠিটা এখনও লেটারবকসে আছে। তুমি মাচির রূপ ধোরে পড়ে নিওনা একটু টুপ করে। আর একটা কথা ভগবান। আমি যে ভুলে তুত্তিকে ফুকলি বলে ফেলেচি ওকে একথা বোলো না। নক্ষিটী। বড় হোয়ে শৈলদির মোতন হোলে ওকে বিয়ে করবো কিনা। ইতি— দাস

প্রণব

ভগবান!

তুমি যে বড্ডো সব কথা জানতে পার আমি কি হয়েচি বলো দিকিন বিজয়া-দোস্নমির দিন থেকে? কক্ষনো পারবে না। আমি কাকা হয়েচি। হ্যাঁ সত্তি। না বিসসাস হয় মাচির রুপ ধরে দাদার সশুর বাড়িতে গিয়ে দেখে এসো আমায় কাকা বলবার জন্যে কি সুনদোর খোকা হয়েচে আমাদের। আমি তোমায় আগেই লিখতুম, তারপর মনে করলুম, না আগে বেশ ভালো করে হয়ে নি কাকা তারপর লিখবখন। তাই আটকৌরের দিন লিখিনি, সোশটিপুজোর দিনও লিখিনি। সেতো মোটে একমাস। আমি এখন পাঁচ মাসের কাকা হয়েছি। তাই মনে করলুম এবার তোমায় লিখে দিই। খোকা যে এবার কথা বলতে আরমভো করবে।

আর খোকা যে হোল সে তো আমি ভাগ্যিস ভুল কবিনি সেই জন্যে। বৌদিদির বাপের বাড়ি যাবার আগের দিন দুপুরবেলা সব্বাই যখন ঘুমিয়েচে, আমি বাইরের ঘরে কি করব কি করব ভাবচি এমন সময় ভেতরের দিকের দোর খুলে বৌদিদি এলো। এই দেখো! ঠাকুরপো তুমি এখানে? আর আমি ছিস্টি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি। আমি জিগ্যেস করলুম কেন গা বৌদি। না, কাল চলে যাচ্চি তোমাদের এখান থেকে মন কেমন করে না, তাই ভাবলুম পোনু-ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু গপ্প করি বসে বসে। তা দাঁড়াও তোমায় তো পেয়েছি তোমার দাদার টেবিল আলমারিগুনো একটু গুচিয়ে দি শেষবারের মতন। আমি জিগ্যেস করলুম শেষবারের মতন কেন গা বৌদি! বৌদি এই দেখো চোখে কি পড়ল বলে চোখে আঁচল চেপে

দাদার টেবিল আলমারি আরশি সব ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার কোরে এসে বসল। আমি বললুম তোমার চোখ দুটো রাঙা হোয়ে গেচে বৌদিদি, কি পোরেছিল বেরোয়নি? ফুঁ দিয়ে দোব? বৌদি বললে বেরিয়ে গেচে, রগড়ালুম কিনা তাই রাঙা হয়ে গেচে। কি যে বলছিলুম। হ্যাঁ, মন কেমন স্তুতু আমাদেরই করে। ঠাকুরপোর কি আর করবে? বৌদি একটা থাকতে হয় ছিল। গেচে, আবার একটা হবে। আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল ভগবান। বৌদি অন্ন বার বাপের বাড়ি যাবার সময় বেশ হাসিখুসি থাকে। এবার যেন কেমন কেমন। বললুম আমার তো ভয়োংকর মন কেমন করবে বৌদি বললে না পেত্তয় যাবে। এখন থেকেই করচে। আমি তোমায় ভয়োংকোর ভালোবাসি। মার চেয়ে বাবার চেয়ে দাদার চেয়েও। বৌদি বললে ওঃ তোমার দাদার তো ভয়োংকোর ভালোবাসা। একেবারে রামচনদ্রের মতন। তাই পুন্নগভ্ভা সীতাকে যেমন তিনি বনবাসে দিয়েছিলেন তেমনি তোমার দাদাও আমাকে বনবাসে দিচ্চেন। সঙ্গে লক্ষোনের মতন তোমায় দিলেই হয়। যাবে? চলো না বলতে বলতে উঃ চোখে আবার কি পড়ল বলে আঁচলটা তাড়াতাড়ি দুচোখে চেপে ধরলে। পড়ার কথা একেবারে মিথ্যে। আঁচলটা একটু চেপেই কেঁদে ফেলসে। দাদা কখনও কিছু বললে যেমন করে কাঁদে কেউ শুনতে পাবার ভয়ে ভয়ে, শীলাদি সশুরবাড়ি যাবার দিন যেরকম কোরে কেঁদেছিল সেই রকম করে। আমার যে কি হোল, তুমি পুরির মন্দিরে যেমন কাটের মতন হয়ে বসে থাক সেইরকম কোরে বোসে রইলুম ভগবান। অনেকক্ষণ কেঁদে বৌদি চোখ মুচে যখন চুপ করলে বললুম বনবাসে কেন বললে গা বৌদি, তুমি তো বেশ বাপের বাড়ি যাচ্চ। বৌদি কিছু উত্তর না দিয়ে যেমন হাঁটু গুটিয়ে জানালার দিকে চেয়ে বসেছিল সেই রকম চুপ করে বসে রইল। শুধু

আবার চোখ দুটো ডবডব করে উঠল। তখন আমি বললুম—তাহলে না হয় বাবা মা সব্বাইকে গিয়ে বলব তোমায় বাপের বাড়ি পাঠাবে না আর? ওমা কি সব্বনাশ বলে বৌদি সিউরে উঠতে চোখের জল দুটো ঝর ঝর কোরে ঝরে পড়ল। তারপর একটু হেসে ফেলে বললে খবরদার অমন কাজ করতে যেয়ো না। কি বোকা তোমরা ঠাকুরপো। সব বেটাছেলেরাই। কারুর কাচে একটু যদি মনের কথা বলবার জো আচে। নিব্বাসনে দেবে কেন? তোমরা কিচ্ছু বোঝ না। শুধু এইটুকুই বোঝ বৌদি বাপের বাড়ি যাচ্ছে, ভাইপো কোলে কোরে আসবে, সে কাকা বলবে কি মজা। বৌদি ফিরবে কি না ফিরবে সে ভাবনা তো নেই। জিগ্যেস করলাম কেন গা বৌদি? না, এইটে যে আমাদের পুনোজ্জম্মের সময় ভাই। বাঁচি তবেই তো ফিরব। তাই তোমাদের বাড়ি ঘরদোর দেখে দেখে কেমন মনটা উতলে উটচে। মনে হচ্চে শেষবারের মতন করে সব ভালো কোরে দেখেশুনে নি। সেই জন্যেই নিজেকে মা জানকির মতন ভাবতে কেমন ইচ্ছে করচে। বেশ ভালো লাগচে ভাবতে তোমার দাদা যেন রামচনদ্রের মতন আস্রম দেখাবার নাম করে বনবাসে দিয়েচেন। সঙ্গে দেবর লক্ষোনের মতন যেন তুমি।

এই পজ্জন্ত বোলে বৌদি থেমে গেল ভগবান, এবার আমি যে কেঁদে ফেলেচি এদিকে। তারপর আমায় বুকে জরিয়ে আদর করে চুপ করিয়ে দিলে। তারপর বললে কি বোকা তুমি ঠাকুরপো। কোথায় কি তার ঠিক নেই মাঝখান থেকে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আমিই বা মা জানকি হোতে যাব কেন তুমিই বা লক্ষোন হোতে যাবে কেন তোমার দাদাই বা আমায় বনবাস দেবে কেন। এসো অন্য গপ্প করি। তারপর আমাদের অনেক গপ্প হোল ভগবান। বৌদি আমায় চিঠি দেবে আমিও দোব। যদি খোকা হয় তো কি নাম

রাখা হবে। যদি খুকি হয় তো কি নাম। তারপর বৌদি বললে দাঁড়াও ঠাকুরপো দেখি তোমার ভাইপো হবে কি ভাইঝি। আমি এই দুটো আঙুল নাড়চি ধরো তো খপ্ করে একটা। আমি বললুম যদি দুটোই ধরে ফেলি। বৌদি থেমে গিয়ে হেসে বললে ও বাবা আহিংকে কম নয় তো! উনি দুটো আঙুলই ধরুন আর আমি জমজ মানুষ করে সারা হই আর কি। না একটা ধরবে খবরদার। খুব জোরে নাড়চে খুব জোরে নাড়চে আমি তাক করে করে মাঝেরটা ফেললুম ধরে একেবারে। বৌদি খুব আসচয্যি হয়ে হেসে বললে ঠিক ধরেচ তো ঠাকুরপো! আমি ঐটে খোকা মনে করে রেখেছিলুম। দেখো তোমার যদি ভাইপো না হয় তো কুকুব পুসে রেখো আমার নামে। কিন্তু কাউকে এসব কথা বলবে না। এই আমাদের এতক্ষণ ধরে যেসব গপ্প হোল না? সেই সব। তাহলে মা সোষটি সব উলটে দেবেন একেবারে।

আমি আগে কাউকে বলিনি ভগবান শুদু একবারটি চারিকে বলেছিলুম। তুতি আমার বাড়ি গিয়ে অসুখে পড়েচে। বাঁচবে কি না বাঁচবে তাই বড় হোয়ে বে করব বোলে এখন একেই লব করচি কিনা। চারি বললে তবে তো খুব উবগার করেচিস দাদা আর বৌদির। প্রথম মেয়ে বাপমায়ের কত পয়। তা না হয়ে মাজের আঙুল ধোরে ওঁর মতন এক ক্যাবলাকান্ত ছেলের ব্যাবোসতা কোরে দিলেন। চারিটা কি খোলো ভগবান। আমি তখন মা সোষটি যাতে উলটে দেন সেই জন্যে তাড়াতাড়ি ঘেণ্টু ভুলু চপি দাম্বু বাঁটুল খেঁদি সব্বাইকে বলে দিলুম। চারির সঙ্গে বাঁটুলের তখন আড়ি যাচ্ছে। বাঁটুল সব শুনে বললে তোর যেমন বুদ্ধি। ঐ বাঁদরির কথা শুনে সবাইকে বোলে দিয়ে সোনার চাঁদ ছেলে হারালি অমন? তোর গতি কি হবে রে? আমার যে তখন কি করে কাটতে লাগল ভগবান

কি করে কাটতে লাগল তা এক অনতোজ্জামিই জানেন। মনে মনে বলতে লাগলাম হায় আমার যে মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করচে! আমার একি হোল। আমার কুলও গেল, আর যে শ্যামের জন্যে কুল হারালাম সেই শ্যামও আমায় ছেড়ে গেল! আমার কি হবে? কোথায় যাই? কাকে বলি।



এ সোনোসতোই দাদাদের অপেরার রাধার পার্ট ভগবান। মিনুর দাদা বিশুদা কাঁদতে কাঁদতে আমাদের বাইরের ঘরে রিহারসেল দেয়। টোপা কুল হারালো কি নারকুলে কুল তা বলে না। তুতি বলে নিশ্চয় নারকুলে কুল। কাশির। নৈলে অমন করে মাথামুড় খুঁড়ত না।

ভয়ংকর মন খারাপ হয়ে রৈল। কেন মরতে চারির কথা শুনে সবাইকে বলতে গেলুম। যদি খোকা না হয়ে খুকি হয়ে পড়ে।

তাহোলে খোকা তো হলোই না বৌদি সবাইকে বলে দিয়েচি টের পেলে আমার সঙ্গে আর কথাই কইবে না তার ওপর দাদাকে যদি বলে দেয় তো পুত্রশোকে দাদা যে কি করবে ভেবে ভেবে আমার ওসতিচম্মো সার হয়ে গল ভগবান। এমন সময় তুতি এসে পড়ল ভালো হয়ে গিয়ে। ওর খুব বুদ্ধি। ওকে সব কথা বলে বললুম তুতি ভাই কি হবে? আমার আর বাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করে না আহারনিদ্রে দুটই গেচে। ভাতের থালা নিয়ে বোসতে ইচ্ছে করে না। সজ্জে যেন কনটোক হয়েছে। যতো ভালো ভালো কথা যাত্রা আর রিহারসেলে শুনেচি সব বললাম ভগবান। তুতি বললে আজ সোশটি। কাল থেকে দুগ্গাপূজা। আহার নিদ্রে গিয়ে থাকে নেমন্তন্ন খেয়ে আর রাত্তিরে এর বাড়ি ওর বাড়ি যাত্রা দেখে কাটিয়ে দে। আর ঠাকুরের কাচে মাথা খোঁড়। মানুসকে মোষ করে কেটে ফেলচেন একটা মেয়েকে ছেলে করে দিতে পারবেনখোন। সে তো এখনও গভ্ভেই রয়েচে।

সোপতুমির দিন যত ঠাকুর আচে পাড়ায় সবার কাচে এত মাথা খুঁড়লুম যে সোনদে পজ্জন্ত কপাল ফুলে এই রকোম হয়ে উঠল ভগবান। তুতি বললে তবেই হোয়েচে তোর যেমন বুদ্ধি। মাকে কি নৈবিদ্দি গুঁজে দেয় মুখে পুরুতে? ওরাও যেমন বলে ওই নৈবিদ্দি রয়েচে মা খেয়ে নাও, তুইও তেমনি ভুঁয়ে আস্তে আস্তে মাথাটি ঠেকিয়ে বলবি এই মাথামুড় খুঁড়ে রক্তপাত করচি মা, সিগগির সিগগির আমার ভাইঝি ছেড়ে ভাইপো হইয়ে দাও। মা দুগ্গা কি অত চালাকি বোঝেরে?

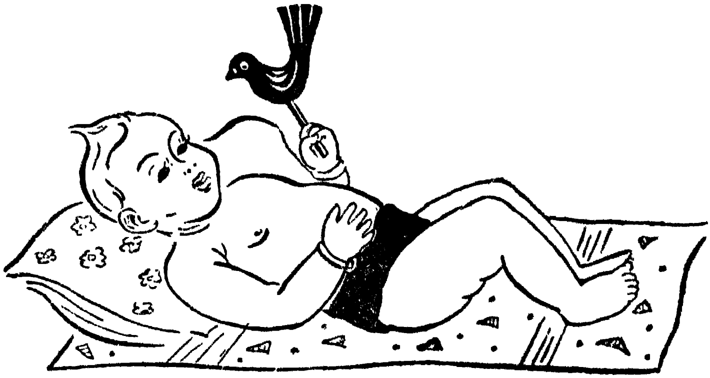
ওসটুমি নয় নবুমি নয়। দোশ্মির দিন বিসজ্জন দেখে ফিরে আসচি সদরের রকে কে বোসে বলত? দাদার সোশুর বাড়ির দাসু পরামানিক। কি গো দাসু তত্তো নিয়ে এসেচ? না, এবারে আর

যেসে তত্তো নয় ছোট দাদাঠাকুর তত্তের সেরা তত্তো : ট্যাকা বের করো। জিগ্যেস করলুম কি সেরা তত্তো গা দাসু ? না, যাবার মুখে মা যে তোমায় কাকা করে দিয়ে গেল। পাশে লাহিরিদের বাড়ি ঠিক প্রিস্তিমেটি উটেচে ইদিকে দিদিমণির কোলে এক রাঙা খোকা। বাইরের বৈটকখানায় এক বৈটকখানা ডাকতার নার্স কমপুনডার। ছোট বড়ো মাঝারি হরেক রকমের। রায় মশাই তো খরচের কসুর করেনি। ক্যাদ্দানি দেখাবে বলে সবাই মুকিয়ে রয়েচে এমন সময় ইদিকে ঢাকে বিসজ্জনের কাটি পড়েচে উদিকে অনদোর বাড়িতে সাঁক বেজে উঠল দিদিমনির খোকা হয়েচে। ডাকতারেরা সবাই ফিটুকু কোনরকমে পকেটোসতো করে মাথা হেঁট করে যে যার মোটোরে গিয়ে উটল। দিদিমনির কাচে ক্যাদ্দানি দেখাতে এসেচে ! ইস !

আসসিন কাত্তিক অগঘান পোষ মাগ এই পাঁচ মাস আমি ঠায় কাকা হয়ে আচি ভগবান। এর মদ্দে চার বার খোকাকে দেখে এয়েচি। কি চৎমকার যে হোয়চে কি চমৎকার হোয়েচে কি বলব। তুমি একদিন মাচির রুপ ধরে দেখে এসোনা। মুখে বলতে নেই এইরকম মোটাসোঁটা মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল চোকে কাজল দুটো খুদে খুদে দাঁত আর রঙের কি জলুস। ছেলে বাড়ি যেন আলো করে আচে। এখন সুদ্দু কাকাটুকু বলতে বাঁকি। সেইখানেই এক ভিসন বাগড়া এসে পড়েচে ভগবান। তুত্তিকে বলেচি। আজ তোমায়ও লিকলুম।

বললুম না যে আমি এর মদ্দে চার বার দেখে এসেচি ? শেষবার এই সেদিন গেসলুম। দাদা বললে কিরে পোনু যাবি নাকি শ্যামবাজারে তোর বৌদি বলেচে ? বললুম পড়ার যে খেতি হবে দাদা। দাদা বললে তাও তো বটে, তবে থাক। বলে খুব পাতলা করে একটু হাসলে। দাদা কি কুচুটে ভগবান। আমি ঐ কথা

বললে তো নক্কি ছেলে হবো ? তারপর দাদা বলবে একদিনে আর কি খেতি হবে তুই চল। তারপরে আমি পড়ার জন্যে ভয়ানোক কস্টো হয়ে যাব। দাদা ঐরকম বলতে আমার এমন মোন খারাপ হোল যে কি বলব। ইচ্ছে করতে লাগল সাজ্জম্মে আর ভালো ছেলে না হয়ে সব ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে দি। তারপর অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা বুদ্ধি এলো ভগবান। দাদা এইবার বেরুবে চুল আঁচড়াচ্চে,



তারপর ভাত খাবে তারপর জামা' কাপড় পড়বে আমি গিয়ে চুপটি করে পেচনে দাঁড়িয়ে বললুম দাদা। ফিরে দেখে বললে কি ? না, ভাবছিলুম বৌদি। গুরুজন। অবাধ্য হলে মা সরস্বতী রাগ করবেন না ? দাদা তো উলটো দিকে মুখ করে ছিল ভগবান ? আরসির মদ্দে দেখলুম একটু একটু হাসচে। বললে আমার চেয়ে ওকেই বুঝি বড় গুরুজন ঠাওরালি ? তা যাবি তো চল।

গিয়ে দেখি খোকা যে কি সুন্দর হয়েচে কি সুন্দর হয়েচে তা তোমায় কি বলব ভগবান। আজ বেসপতিবারের বারবেলা খুঁড়তে নেই, নয়তো নিকতুম ঠিক আমাদের রাংই গোরুর বাচ্ছাটার মতন হয়েচে। ঐ রকম মোটাসোটা থলথলে। মোটা গলা মোটাসোটা

হাত-পা। আর কাকা একটু আদর করলেই ছেলের হাততালি দিয়ে নিদনতো মুখে কি হাসি।

এইবার যা আসল কাজ সেই জন্নেই তোমায় চিঠিটা নিকচি ভগবান। আজ বৌদিদি বলছিল খোকা এইবার কথা কইবে ঠাকুরপো। আমি একটু চুপ করে রইলুন, জিগ্যেস করতে তো নজ্জা নজ্জা করে। তারপর জিগ্যেস করলুম কি কথা আগে বলবে গা বৌদিদি ? বৌদিদি একটু একটু হেসে জিগ্যেস করলে—কি কথা তুমিই বলো না। ছেলেরা কোন কথাটা আগে বলে। কাকে আগে ডাকতে শেকে। আমার ভয়ানক নজ্জা করতে লাগল ভগবান নিজের নামটা বলতে। তারপর বুদ্ধি করে বললুম যে তাকে সব্বার চেয়ে ভালোবাসে। কে ভালোবাসে সব্বার চেয়ে শুনি না বোলে বৌদিদি মিটিমিটি হাসতে লাগল আমার মুখের দিকে চেয়ে। আমি বাসি। বোলেই বৌদিদির কোলে মুখটা গুঁজে দিলুন।

এর পর আর আমার নজ্জা করল না ভগবান। শীতকালে পুকুরে একবার নাপিয়ে পড়লে যেমন আর শীত করে না। বৌদিদি বললে দেকো তোমার দাদাকে আগে ডাকতে শিকবে। ছেলেরা আগে বাবাই বলে মশাই। তুমিও বলেছিলে। আমি বললাম দেকো আগে কাকাই বলবে। আমার যে কাকা ছিল না তাই বাবা বলেছিলুম। বৌদিদি হেসে বললে দেখো। আমিও বললুম দেখো। বৌদিদি হেসে বললে—বেশ বাজি রাখো। আগে কাকা বলে ভালোই তো, তোমায় তাহলে আমি চারটে রাজভোগ রসগোল্লা কিনে দোব। বাবা বললে কি দেবে আমায় ? সে তো বলবেও না দিতেও হবে না আমায়। আমি বললুম আমি তাহলে দোব আটটা রাজভোগ।

এটা দুপুর বেলার কথা। তারপর বিকেল বেলা সব্বনাশটা হোল ভগবান। এখনও একেবারে হয় নি তবে একটু একটু আরম্ভ হয়েচে।

আর তাই তাড়াতাড়ি তোমার নিকতে বর্সেচি। বিকেল বেলা খোকাকে নিয়ে একটু ছাতে খেলছি এমন সময় চমকে উঠলুম। খোকা বলচে—বা। সব্বনাশ আমি বললুম বা নয় কা বলো। আবার বা। তারপর যতবার আমি বলি কা বলো আদর করে বোকে যেরকম করে হোক ও দুসটু খিলখিল করে হাসবে আর বা। কি দুসটু ভগবান। মাকে আটটা রাজভোগ খাওয়াবে আর আমি যে এত ভালোবাসি সেটা কিছু নয়।



তাই হার মেনে চুপি চুপি তোমায় নিকচি ভগবান। তুমি তো নারায়ন আর কথা কওয়ান তো মা সরস্সতি আর তিনি তো তোমার ইসতিরি। তাঁর একি কানডো ভগবান। প্রথম ভাগটাও ভুলে গেচেন? আগে ক তার অনেক পরে ব এটুকুও মনে নেই?

না ভগবান তুমি বড্ড ভালো আর আমায় বড্ডো ভালবাসো তাই তোমায় নিকচি। খোকা একটা বা বোলে ফেলেচে তো ফেলেচে। দুটো বা যদি একসঙ্গে বলে তাহলে আমার ভয়ানক কষ্ট হবে আমি বাঁচব না। তাই বলচি মা সরস্সতি যখন তোমার পা টিপতে বসবেন একটু শাশিয়ে দিও—এ কি রকম কথা। বএর আগে ক হয়

জানো না আর বিদ্যের ঠাকুর হয়ে বসে আচ। এবার যত বইপত্তোর কেড়ে নিয়ে অন্য কারুর হাতে দিয়ে দোব আর তোমায় দোব বাপের বাড়ি পাঠিয়ে।

তাহলেই সব ঠিক হোয়ে যাবে ভগবান। খোকা আগে কাকাও বলে দেবে, আমার চারটে রাজভোগও আমার হাতে এসে যাবে।

—দাস

প্রণব

ভগবান!

ছেলেবেলায় তোমার গুরুমশাই কি তোমায় ধারাপাত পড়াননি? কেন জিগ্যেস করচি? মানুষের কটা হাত? দুটো তো? প্রেত্তেক হাতে কটা কোরে আঙুল। পাঁচটা কোরে তো? তাহোলে পাঁচ দুগুনে কতো হয় দশ তো? তুমি আমাদের গুরুঠাকুরের হাতে এগারটা দিয়ে বসে আছ, আবার মামাদের বামুনঠাকুরের মোটে আটটা। গুরুঠাকুরের ভুল আঙুলটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলের গোড়া থেকে বেরিয়েছে। আর ঠিক বুড়ো আঙুলের মতন দেখতে। যেন লবকুশ দুই ভাই। শুধু কুস একটু ছোট আর নড়তে চড়তে পারেন না লব যা করবে তাই। ঠাকুরমা পিসিমা সবাই বলছিলেন পুরুষের বেশি আঙুল হওয়া খুব ভালো লোক্ষোণ। তুতিটা কি হিংসুটি ভগবান। যখন বললুম বললে তোকে বোকা পেয়ে ঐ বুঝিয়েছে। রাবণ রাজার তো অতো আঙুল। লোক্ষোণের তো এই দেখছি বংশে বাত্তি দিতে কেউ রৈল না। কি যে হিংসুটি তুতিটা। ওঁদের নিজের গুরুঠাকুরের একটা কড়ে আঙুলও বেশি হোলে বোত্তে যেতেন।

আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন দিদিমার জন্নে পূজো সোসতেন করতে ভগবান। অসুখটা তো খুবই সকতো হয়েছিল।

এদিকে দিদিমা আবার আমাদের সহোদর দিদিমা নয়, সহোদর দিদিমার সোতিন। আমার মার সতমা। কুটুম মানুষ অসুখ হয়ে পড়লে কখনও ফেলে রাখতে আছে ভগবান? কেউ সেবা করব চিকিচ্ছে করব বলে নিয়ে গিয়ে টাকাগুলো নিবিয়ে নিগ আর কি। তাই আমি সেদিন যখন ঠাকুরমার কোলের কাছটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছি

ঠাকুরমা বাবাকে ডেকে বললেন বেয়ানের অসুখ। পাড়াপড়োসি ছেড়ে কুটুমবো পজ্জন্ত যখন হামড়ে পড়েচে তখন বোধহয় এ-যাত্রা আর টেঁকচেন না। তুমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এস। নিজেরই জোন তো শেষ কালে বিঘোরে প্রাণ্টা যাবে। বাবা বললেন সেই জন্নেই তো ভয়। শেষকালে লোকে বলবে—বাঁচবে না দেখে টাকার লোভে বাড়িতে এনে তুললে। ঠাকুরমা বললেন তোমরা যতই নমফোঝমফো করো সংসারের এখনও কিছু শেকোনি। যত্তোদিন বুড়োবুড়ি বেঁচে রয়েচি শিকে নাও। নোকে কি বলবে সে কথা না ভেবে গুরুজনে কি বলচে তাই শোনো। যে কটা বছর বেঁচে আছি দুজনে। একখানা অমন বাড়ি আর ঐ যেমন শুনচি হাজার পাঁচ ছয় টাকা নোকে কি বলবে মনে করে হেলায় হারাবার জিনিস নয় আজকালকার বাজারে। যাও নিয়ে এসো বেয়ানকে যতনো করে। অসুকের কথা শুনে পজ্জন্ত আমার মনটা যে কি আইঢাই করচে, আহা, আপন জনইতো। রোগে কষ্ট পাচ্চেন আর আমি পোড়াকপালি খাচ্চি দাচ্চি দিব্বি আচি। ভগবান এই সব দেখাবার জন্নে কতদিন যে রাখবেন বেঁধে! তুমি নিয়ে তো এসো তারপর লোকের যোঁতো মুখ কি কোরে ভোঁতা করতে হয় সে আমার জানা আচে। বেয়ানের যা কিছু আছে ভগবান না করুন তিনি গেলে বৌমাতে বরতাবে। সে কথা না ভেবে লোকে কি বলবে না বলবে সে ভেবে হকের ধন পরের হাতে তুলে দাও। আমরা গেলে এতবড় সমপোত্তিটা কি করে যে রক্কে করবে ভেবে পাই না বাছা।

দিদিমা আসার সঙ্গে সঙ্গে মা-নক্কি যেন উৎলে পড়লে বাড়িতে ভগবান। কতরকম ডাকতার আসচে, যাচ্চে, কতরকম ওষুধ, কতরকম কুড এলাহি কাণ্ড। সদোরে সব্বদাই মটোর বৈঠকখানায় সব্বদাই লোক! নোনাকাকার দল যারা মড়া পোড়ায় আর বারোয়ারিতলায়

ভলানটিয়ার হয়ে চেঁচামেচি করে গোলমাল থামায় সব্বদা খোঁজ নিয়ে যাচ্চে কেমন আচেন দিদিমা। চুপি চুপি খালি একজন ডাকতার এসে চুপি চুপি দেখে চুপি চুপি চলে গেলে দিদিমা হয়তো চুপি চুপি ভালো হয়ে যেতেন। কিন্তু লোকের থোঁতা মুখ কি করে ভোঁতা হোত ভগবান? যখন বলত যে দেখেচ সংশাশুড়ি তো তাই একটু চিকিচ্ছেটা করালে না। তাতে যে খরচ। বুড়ি বেঁচে উঠল সেতো আপন কপাল জোরে জামাই কি করলে। ঐ যে বুড়ো-বুড়ি রয়েচে মারকনডের প্রেমাই নিয়ে তারা কি করলে?

সেদিন আবার আমি যখন ঠাকুরমার কোলের কাছে ঘুমুচ্ছিলুম ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন পোনু ঘুমুলি নাকি। আমি যখন উত্তর দিলুন না তখন বাবাকে ডেকে বললেন সব। বাবা বললেন মেলা সন্নিপিতে গাজন নষ্ট। এ ডাকতারের একমত ও ডাকতারের একমত এইতে মাঝখান থেকে রুগি শেষ হয়ে যেতে পাবে। ঠাকুরমা বললেন সে রুগির অদেসটো। প্রমাই তো কেউ দিতে পারে না বাছা আর প্রেমাই থাকলে হাজারটা ডাকতারও একোত্তর হয়ে মেরে ফেলতে পারে না। আর আমাদের কি আর বাঁচার সক আছে বাবা। বেয়ান যাবেন কেন বালাই। তবে আমায়ই যদি আজকে কেউ বলে তোমার প্রেমাইটা ওঁকে দিয়ে দাও। দিয়ে দিলে উনি বেঁচে যাবেন তো এক্ষুনি বোজা নামিয়ে মানে মানে সরে পড়ি। ওকি কথা। শাশুড়িকে মাথায় করে নিয়ে এসেচ শেসে চিকিচ্ছের কেফায়ৎ করবে? তুমি বলবে এক নিরোদ ডাকতারের হাতে ছেড়ে দিলেই রুগি নিরিবিলিতে সেরে উঠবে। লোক বলবে দেখেচ সংজামাই কিনা তাই খরচের ভয়ে চিকিচ্ছেই করালে না।

চিকিচ্ছের ঘটার চোটে দিদিমার যখন আর নিস্‌সেস নেবার ফুরসৎ নেই ভগবান সেই সময় ঠাকুরমা বাবাকে ডেকে বললেন

গুরুঠাকুরের কাচে লোক পাঠিয়ে দাও সোসতেনটা করিয়ে দিন এসে।

আহা সৎমাই হোন যাই হোন মার মাই তো দিদিমা ভগবান। নিজের গভ্ভে না ধরুণ সৎ গভ্ভে তো ধোরেচেন দশমাস। তাই যখন ঘরে কেউ নেই ঠাকুরমাকে বললেন সোসতেন তো খুবই ভালো কিন্তু গুরুঠাকুর পুজো সোসতেন করলে সে রুগি নাকি আর উঠে দাঁড়ায় না। তাই বলছিলুম। ঠিক এই পজ্জন্ত বলেচেন কি ঠাকুরমা ছি ছি করে উঠলেন। তুমি স্যায়না মেয়ে হয়ে তোমার মুখে এই কথা বৌমা। গুরু হচ্চেন সওঁ ভগবান। তিনিই যদি প্রেমাই না দিতে পারেন তো আর কে দেবে মা। অত অবিসসাস রাখতে নেই মনে। গুরুঠাকুর যদি দেনই পায়ের ধুলো বাড়িতে তো বাড়িসুদ্ধু পোবিত্তোর হয়ে যাবে। দেখো যেন কোন রকম অযতনো না হয়। আগে আসুনই, আমাদের কি তেমন ভাগ্যি হবে।

আমাদের তেমন ভাগ্যির চেয়েও আরও বেশি ভাগ্যি ভগবান। বিহু নাপতেকে যেতেও হোল না তার পরদিন সকালে গুরুঠাকুর ঘোড়ার গাড়ি করে এসে সদরে নামলেন। জিতু যখন পোম্নু ছুটে আয় দেখবি বলে আমায় ডাকলে আমি ভাবলুম আরও ঘটা করে চিকিচ্ছে হবার জন্নে বুঝি যাত্রার দল নামলো ভগবান। গুরু-ঠাকুরের মাথায় একমাথা চুল আর জটা। এই দাড়ি এই ঢাউস ভুঁরি। গায়ে রাঙা টকটকে কালীতারা লেখা রামাবলি, রাঙা টকটকে কাপড় পরা। পায়ে খড়ম। আগে তো জানতুম না। মনে করলুম যাত্রার যমরাজ নামলেন বুঝি। ঠিক সেই রকম চেহারা। ঠিক সেই রকম ভয়ানক ভক্তি হয় আর একটু একটু ভয় হয়। আর একজন ছিল সে গুরুঠাকুরের নফরশিষ্যি। সব ঐ রকম। সুদ্দু গায়ে রামাবলি আর পায়ে খড়ম নেই। আর বড্ড রোগা। পেসাদ তো বেশি খেতে নেই

ভগবান। আহা কি কোরে গুরুঠাকুরের মতন নাদুসনুদুস শরীর হবে বলো। নফরসিস্তির হাতে একটি তালি দোয়া ছাতা আর খুব বড় একটা তালা দোয়া খুব বড় একটা ক্যামবিসের থলে। কি আচে তাতে ভাগবানই জানেন।



তুমি জিগ্যেস করবে কেউ যদি আনতে না গেল তো গুরুঠাকুর এলেন কি করে। সে বড় আসচয্যি কানডো ভগবান। রুগিকে ছেড়ে সবাই যখন প্রেণাম করবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেচে একটু হেসে

নিজেই বললেন কিনা। কাল রাত্তিরে সপনো দেখলুম মা যেন এসে বললেন ওদের বাড়িতে বিপদ আর তুই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিস? অপরাধ নিয়োনা মা অবোধ সনতানের বলে তক্ষুনি উঠে ছোট্ ইসটিসানে। তারপর ভোরের টেরেন ধরেই এই আসচি। তা আচে কি রকম। সব্বাই হোটো কিনা ওঁর কাচে কাউকে আচেন বলেন না তো! ঠাকুরমাকে জিগ্যেস করলেন তা আচে কি রকম তোর ছেলের সাউড়ি? ছিঃ মার অমন করে কখনও বলতে আছে ভগবান যে গুরুঠাকুর পূজোসসতেন ধরলে সে রুগিকে আর উঠে দাঁড়াতে হয় না। তা পুজোসসত্তেনে আর বোসতে পেলেন কৈ? বাড়িতে এসে পা দিয়েচেন আর সবাই পা থেকে ধূলো চেঁচে চেঁচে মাথায় দিচ্চে এমন সময় মা দিদিমার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন ওগো সিগ্‌গির এসো মা কিরকম করচেন। কিরকম আর করবেন। সবাই গিয়ে দেখে সব শেষ একেবারে।

তারপর কি ঘটাটাই হোল ভগবান তুমি যদি মাচির রুপ ধোরে এসে দেখতে। যেমনি শসানে নিয়ে যাবার ঘটা তেমনি মা যে চতুরথি করলেন তার ঘটা তেমনি ছেরাদ্দর ঘটা। বাজনা বাত্তি করে কেত্তন করতে করতে কড়ি খই পয়সা ছড়াতে ছড়াতে দিদিমাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। বিচু নাপতে বললে, আহা রাজরানি যেন মহালে বেরিয়েচেন তদারকে।

তারপর তেমনি চতুরথি, তেমনি ছেরাদ্দ। আগে ছেরাদ্দয় অত ঘটা করবার কথা হয়নি ভগবান। ঠাকুরমা বাবাকে বললেন মানুষটো যখন চিকিচ্ছেয় অতগুলো টাকা খরচ করিয়ে বেয়াক্কিলের মতন মরেই গেল আর ছেরাদ্দয় বাড়াবাড়ি করে কি হবে! লোকেদের না খাওয়ালেও যখন নিন্দে আর খাওয়ালেও নিন্দে এটা কম হয়েচে তো ওটা ওৎরায়নি তখন ট্যাকের পয়সা খরচ করে নিন্দে কুড়িয়ে কি

হবে। নোমো নোমো করে সেরে দাও। বাবা আর মা তুজনেরই ইচ্ছে ছিল একটু ঘটা করতে। কিন্তু বুঝি হোলো না।

তারপর ঠাকুরমা হঠাৎ নিজের জ্বর।

বৌদিদি বললেন ঠাকুরপো দেখো এইবার দিদিমার চতুরথি আর ছেরাদ্ধ তুটো কাজেই খুব ঘটা হবে। আমি বললাম, কেন। না, দেখো না। ঐ ঠাকুরমাই বলবেন। বুঝলে না এখন ওঁর ভয় হবে আমি মারা গেলে ছেলেরা আমার কাজেও করবে না খরচ। আমার ভয় হোল ভগবান। জিগ্যেস করলুম সত্যি দিদিমার মত ঠাকুরমাও মারা যাবেন নাকি। বৌদিদি বললেন তুৎ। মারা যাবে ওঁর শত্তুর, বাতিকের জ্বর—তায় ডাকতারের হুড়োহুড়ি নেই একলা নিরোদ ডাকতার দেখচেন। তুদিনেই সেরে উঠবেন। কিন্তু ভয় হয় না? আমি বুড়ো হলে আমারও হোত। তুমি দেখো হবে ঘটা।

ঠাকুরমাকে তো আমি বড্ড ভালোবাসি ভগবান। অসুখ হোলে আরও ভালোবাসি উনিও আরও ভালোবাসেন আমায়। কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে উনি যখন ডাকলেন তখন জোরে চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়েচি। তারপর ঠাকুরমা বাবাকে ডাকলেন। জিগ্যেস করলেন বেয়ানের কাজের ব্যবস্থা কি করচ? বাবা বললেন, তুমি যেমন বলেচ মা। নমো নমো করে পাঁচটি বামোন খাইয়ে দায়ে খালাস হচ্ছি। ঠাকুরমা চটে গেলেন ভগবান। বললেন কি রকম আক্কেল তোমাদের। আমার বেয়ান, আমি ঠাট্টা করে বলেচি বলে তোমরা মেয়ে জামাই হয়ে তাই করবে। বাবা বললেন তার ওপর তুমিও পড়ে মা। বাড়িতে হট্টগোল লেগে থাকবে। ঠাকুরমা আরও রেগে গেলেন। সে কিছু শোনা হবে না। আমি এখনও তো মরিনি। যেমন কোরে চিকিচ্ছে করিয়েছি সেই রকম করে চতুরথি ছেরাদ্ধ করাব। ভ্যালা জালা তো বেয়ানের সঙ্গে একটু

ঠাট্টা করব তার জো নেই। আমি মোলে দেখছি আমার বেলাতেও তিলোকানচন করে নমো নমো করে সেরে দেবে পাঁচটি বামোন খাইয়ে। আর শোনো ঐ একা নিরোদ ডাকতার আমায় দেখবে। কাজের বাড়িতে আর চিকিচ্ছের হট্টগোলে দরকার নেই, নিরোদের হাতেই মরতে হয় মরব, বাঁচতে হয় বাঁচব। যাও ব্যাবোস্তা করোগে। আজকালকার ছেলেপুলে ঠাট্টা বোজে না একি গেরো মা।

ভগবান সেই ঘটা যদি দেখতে। দুদিন পাড়ার লোকে খেয়ে এলে গেল। ছেরাদ্দর দিন কেত্তন চপ তার পরদিন ভোজ তারপর দিন গঁ্যাত ভোজন তার পরদিন কাঙালি বিদেয় ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

কিনতু তুতিটা কি হিংসুটি ভগবান। সেই জন্নেই তো তোমায় চিঠিটা লিখতে বসেচি। গঁ্যাত ভোজনের দিন তো সব্বার নেমন্তন্ন হয় না। তুতি, বিনু, জিতু, পুঁটি সবাই তুতিদের চিলের ছাদে খেলা করছিল। আমি আবার তুতিকে লব করি তো ভগবান, বড় হোলে ওকে বিয়ে করব। কোঁচড়ে কোরে এতগুলি লুচি আর সন্দেস নিয়ে তুতিকেই দিতে গেলুম ভগবান। ওরা মনে করবে লব করি বোলে খালি ওর জন্নেই নিয়ে গেচি তাই বললুম এই তোদের সবাইয়ের জন্নে লুচি সন্দেস সরিয়ে এনেচি খা। কাল কাঙালিবিদায়ে আবার বোঁদে আছে নিয়ে আসব এইখেনে থাকিস সবাই।

বিনু বললে খুব ঘটা হয়েচে তোদের। বাবা বলছিল নটু চৌধুরির বেলাও এমন হয় নি। ওদের তার তেমন অবোস্তাও নেই তো।

আমি বললুম এ আর কি হয়েচে। দেখবি ঠাকুরমা আর ঠাকুরদার বেলা।

কি হিংসুটি তুতি ভগবান। সন্দেস দিয়ে লুচি চিবোচ্ছিল।

গোমরা মুখ করে বললে জম্মের মধ্যে কম্ম কাত্তিক মাসে রাস। একটা দিদিমার ছেরাদ্দ করে কতই যে বড়াই করচিস পোনো। ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার বেলা দেখিস হ্যানো হবে ত্যানো হবে।

জিতু বললে কেন মিথ্যে বলেচে? তুতি আরও ধমক দিয়ে উঠল। চুপ কর। সব সেয়ালের এক রা। ছেরাদ্দ কাকে বলে যদি দেখতে হয় তো আমার ঠাকুমার বেলায় দেখিস। কি বলব বুড়ি মরতে চাইচে না তাই। খুব ছেরাদ্দ করেচিস। ঐ নাকি কেত্তন ঐ নাকি চপ ঐ নাকি ভোজ ঐ নাকি কাঙালিবিদেয় ঘেন্নায় মরি।

কি হিংসুটি কি হিংসুটি ভগবান। তাই তোমায় এই চিঠি দিচ্ছি। তুমি তো সব করতে পার। আর তুমি তো হিংসুটিদের দুচোক্ষে দেখতে পার না তাই তোমায় লিকচি তুতি হিংসুটির ঠাকুরমা যেন কখনো কক্ষনো কোন জম্মে না মরে। দেখি ও হিংসুটি আমাদের চেয়েও ঘটা করে কার ছেরাদ্দ করে।

ইতি—

দাস প্রণব

রাম রাম

ভগবান।

তুমি ভুত বিসসাস করো? আমাদের বাড়ির সব্বাই করে ভগবান। আমি দিনের বেলায় একটু কম করি, রাত্তির বেলায় খুব বেশি কোরে করি। তুতি দিনের বেলায় এক্কেবারে করে না। বলে ঘেন্না ধরালি বেটাছেলে হোয়ে। ভুত আবার নাকি আচে! নেই যেন। কি বলো ভগবান। যখন ধরবে ঘাড় মটকে তখন সব মদ্দাত্তি বেরিয়ে যাবে। তুতি বলে রাত্তিরে যে নাম করতে নেই নৈলে দেখতিস তাও করতুম না বিসসাস। শাঁকচুন্নিতে যখন রকতো চুসে খাবে তখন করবেন বাবু।

ভুতদের গায়ে খুব খ্যামতা ভগবান। তোমার চেয়েও বেসি। তুমি কারুর কথা শুনতে হোলে তো মাচির বেশ ধোরে কাছে এসে উড়ে বেড়াও, ভুতদের তাও করতে হয় না। হাওয়ার সঙ্গে মিসে থাকেন। আবার যখন ইচ্ছে হয় যেমনকার তেমনি, ভয় দেখান ঘাড় মটকান মেরে ফেলেন। এই আমি চিঠি নিকচি তো। হাওয়ার সঙ্গে মিশে দেখচেন কি নিকচি না নিকচি। কেন কিছু বলবেন ভগবান? আমি তো ভালই নিকচি। আর আমি তো বিসসাস করি। আমাদের বাড়ির সব্বাই। তুতির মতন তো নয়।

ভুতদের আরও এমন খ্যামতা কেউ নিজে কক্ষনও দেখতে পায় না। ঠাকুমার পিসসাসুড়ি একবার দেখেছিলেন ভগবান। সে কথা মনে হলে এখনও ঠাকুমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিসসাসুড়ি কথকতা শুনে আসছিলেন। কথকতা তখনও সেশ হয় নি, তাই সঙ্গে

যারা ছিল তারা বসেই্‌রৈল। পিসসাম্নুড়ি একাদসি কোরে ছিলেন সরিরটা কাহিল ছিল, বললেন, তাহোলে আমি একলাই যাই। সংগিরা বললে পারবে? না হয় বোম্নুই না আর একটু। পিসসাম্নুড়ি বললেন



তা পারবখোন। এইটুকু তো পথ। পথ ওবিস্যি বেসি নয়, তবে মাঝখানে একটা বাগান পড়ে আর সে বাগানটি নাকি ভালো নয়। ওঁরা থাকেন:বোলে একটা বদনাম আচে গাঁয়ে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। তবে রাস্তার ধারেই একটা বেলগাচ আর তাইতে নাকি লোকে কতবার কি দেখেচে। নিসুতি রাত। জোচছনায় ফিনিক

ফুটচে। একলা বুড়ো মানুষ ঠুকঠুক কোরে আসচেন বাগানের কাছটায় এসে যেন মনে হোল না এলেই হোত গোঁয়ারতুমি করে। মনে হোল তো হোল তবু এগিয়েই চললেন। বেলগাচটা দিব্বি পেরিয়ে গেলেন তারপর আরো খানিকটা এগিয়েচেন এইবার বাগানটা পেছনে পড়ে যাবে নিসচিন্দি এমন সময় দেখেন রাসতার এপারোপার একটা বাঁস পড়ে রয়েচে। কে এমন বেয়াককেলে র‍্যা এমন কোরে রাসতা জুড়ে বাঁস ফেলে রেখেছে ? মনে মনেই ভাবতে ভাবতে পিসসাস্মুড়ি একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলে নাকি রাত্তিরে এই রকম পথঘাটের বাঁস নাকি ডিঙুতে নেই। কি করবেন ভেবে দাঁড়িয়েই রৈলেন খানিকখন। রাস্তার ছুদিকেই খানা। তাতে জল দাঁড়িয়েচে। একদিকে বাগান। একদিকে খেতের আল। কি করবেন কি করবেন ভাবতে ভাবতে কি মনে হোল বললেন সেসকালে সাপের কামড়ে মরব তার চেয়ে ডিংইয়েই যাই কি আর হবে। মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েচে সেই সঙ্গে একটা পাও তুলেচেন এমন সময় বনের মদ্দে থেকে কে যেন বললেন নাকিস্মুরে নাঁ গোঁ তোঁমায় আঁর কঁসটো কোঁরে ডিঁংইয়ে যেঁতে হঁবে নাঁ। আর বলার সংগে সংগে বাঁসটা আসতেআসতে আপনি উঠে গিয়ে ঝাড়ের মোদ্দে মিসে গেল। আর পিসসাস্মুড়ি ? কথকতা ভাঙতে সবাই এসে দেখে রাসতার মাঝখানে দাঁতকপাটি লেগে পোড়ে আচেন।

মাও ভুত দেখেননি ভগবান। বাবাও দেখেননি দাদাও দেখেননি জুতির খুড়িমাও দেখেননি। নোনতুর পিসিমাও দেখেননি ভুতকে, কেউ নিজে দেখতে পায় না কিনা। সব্বাইয়ের কিনতু কেউ না কেউ দেখেচেই আর তারা কেউ মিথ্যে বলবার পাত্তোর নয়। কেন মিথ্যে বলতে যাবে ভগবান ? তাদের গরোজ ? দাদার এক বোনধুর কাকা একবার দেখেছিলেন। বুড়ো মানুষ পূজো না কোরে জল খান না, তিনি মিছে বোলতে যাবেন ? তুতির খুড়িমার ঠাকুমা দেখেছিলেন।

আমাদের বোলেচেন খুরিমা। আমার মা ককখোনো দেখেননি কেন মিচিমিচি, দেখেচি করে বাহাত্নুরি নিতে যাবেন ভগবান। তবে ওঁর বড়দিদিমার কাচে শুনেচেন আর বড়দিদিমা শুনেছিলেন তাঁদের ধাইমাগির কাচে। বড়দিদিমা তখন আঁতুড়ে। আগে বলেনি ভয় পেয়ে যাবেন বোলে। তারপর যখন একটা মাস কেটে গেল, পুজো-টুজো হোয়ে বড়দিদিমা ঘরে উঠলো তখন বললে। ন্যাও তোমাদের ছেলে তোমরা ন্যাও। আমি বিদেয় হই। মা-সোশটি বড্ড মুখ রেখেচেন এবার। আর ভালো করে সিদে সাজিয়ে দেও বাপু নিসচিন্দি হোয়ে বাড়ি গিয়ে ভালো কোরে দুটো খেয়ে সরিরে তাকুত করি। ও-কথা বলচিস কেন ধাই। কবে তোকে ভাল করে খেতে দেওয়া হয়নি বা কার বেলাই বা তোকে ভাল কোরে বিদেয় দেওয়া হয়নি ডালা সাজিয়ে। না, বলচি কি সাদ কোরে আর কথনো বোলেচি। এবার কি ও-ছেলে ঘরে তুলতে হোত মা। নেহাত আমি ওমুক ধাই (ধাই মাগির নামটা মার মনে নেই ভগবান) অমন ঢের ঢের পেঁচোর নাক কেটেচি তাই। নৈলে ও ছেলে কি পেতে আর তোমরা। কি কানডো খুলেই বল না। না, কানডো শুনলে তোমরা ভিরমি যাবে। জোচছনায় ফিনিক ফুটচে। তার সঙ্গে ফুরফুরে হাওয়া। দুপুর রাত্তির ঘুমটা হঠাৎ ভেংএ গেল। উঠে দেখি তোমাদের বউ ছেলে কোলে করে দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তা ঘুমুন কিনতু একি হোল ? ঘুমের চোখে ভুল দেখলুম নাকি ? মনে হোল কে যেন এদিকটায় ছেলের পাসটিতে সুয়ে ছিল, এতকখন চকচক কোরে একটা সবদোও হচ্ছিল। কুকুরে যেমন গা চাটলে হয় না ? মনটা অনেকখন কি রকম যেন হোয়ে রইল। তারপর ভাবলুম নাঃ মনেরই ভুল, ঘুমের চোখে কি দেখতে কি দেখেচি। ঐ তো ছেলে চকচক কোরে মাই খাচ্ছে। আর কে শুয়ে থাকবে তুমিও যেমন। জানলার

ধারের কোরুবি ফুলের ঝাড়টির ছাওয়া পড়েচে ঘরে। ছুলচে। সেইটেকেই অমন ভুল করেচি। হাওয়াটা একটু ঠানডা। মালসায় আগুন রয়েচে। মনে করলুম তা হোলে ছেলেটাকে একটু তাপ দিয়ে দিই যখন উঠেচিই। তাহোলে জানলাটাও বনদো করে দিয়ে দি না হয়। কচি ছেলে। ঠানডা লাগতে কতক্ষণ। এই না ভেবে উঠে জানলাটা বনদো করতে যাব। একি? কোরুবি ঝাড়ের মোদ্দে কে যেন দাঁড়িয়ে না সাদা কাপড়ে আগাপাসতলা মুড়ি দিয়ে? ভাবতে দেরি সঙ্গে সঙ্গে পোড়া কাটের মতন একটা লিকলিকে সোরু হাত বেরিয়ে এলো। দেঁ নাঁ দিঁয়ে দেঁ নাঁ ওঁ ছেঁলে কিঁ রাঁখতে পাঁরবি? আঁমার জিঁব লাঁগিয়েঁচি! দিঁয়ে দেঁ আঁমায়। ধাইমাগি বলে বাহাছুরি নেব না, মা আমার তো পেরথোমটা ভয়ে বাকরোধ হোয়ে গেল। তার পরেই সাড় ফিরে এলো। এই কাজই করচি তো চিরকাল। বললুম বটে! আমি ওমুক ধাই (নামটা মার মনে নেই ভগবান) আমি ঘরে আর মার কোলে থেকে ছেলে নিয়ে যাবি? আয় না আয় তুই কতবড় সাঁকচুন্নি দেখি। তোর নাক কেটে যদি মালসার আগুনে না ফেলি তো আমার নাম ওমুক ধাইই নয়। পোয়াতির বালিসের নিচে একটা কাটারি থাকে তো। এই না বোলে তাড়াতাড়ি এসে বের কোরে নিয়ে আবার গেচি। কোথায় সাঁকচুন্নি কোথায় কি?

সোমোসতোটা বোলে ধাইমাগি বললে বিসসাস না হয় নিয়ে এসো তোমাদের ছেলে। ভয় পাবে বোলে এতদিন বলিনি। আর তো সে ভয় নেই। ছেলেকে নিয়ে আসা হোলে বোললে ওলটাও কাঁধের কাছটায় আমি তো আর ছোঁব না। ঘাড়ের কাছটা ওলটাতেই ঠিক কানের নিচে একটা কালো দাগ। সাঁকচুন্নির জিবের চাটা তো? জরুল জরুল কোরে পাড়ার পাঁচজনে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু

জরুল বললেই তো জরুল হোয়ে যাবে না। তবে হ্যাঁ লোকে যদি বলে যে সাঁকচুন্নিতে চেটে জরুল কোরে দিয়েছে তো সে আলাদা কথা। মার মামা তো! ছেলেবেলায় নাম পোড়ে গিয়েছিল এঁটো। মা-রা বলতেন এঁটো মামা।



ভূতেরা মাছ বড্ড ভালবাসেন ভগবান। পেতনিরা আরও বেসি, ওরা মেয়েমানুষ কিনা। কেউ যদি মাছ কিনে নিয়ে যায় আর ওঁরা

দেখতে পান তো আঁমায় এঁকটু দিঁবি না আঁমায় এঁকটু দিঁবি না বোলতে বোলতে ঠিক পিছু-পিছু যাবেন। ককখনও দিতে যেয়োনা ভগবান ককখনো ঘাড় ফিরিয়েও দেখো না। তাহোলেই ঘাড় মটকে দেবেন। বলতে হয় আয় না দিচ্চি আয় না দিচ্চি। এই বোলে বোলে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারপর যেই বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়বে ওঁরা আপনিই সরে পড়বেন। মানুষের কাছে থাকতে পারেন না কিনা। সবচেয়ে বড় ওসুদ রামনাম। রামনাম বলতে বলতে তুমি সশানের মাঝখান দিয়ে চলে যাও কিছু কোরতে পারবেন না। আমি তাই চিঠির মাথায় রামরাম নিকে রেখেছি ভগবান। ওঁরা তো দেখেচেন হাওয়া হোয়ে উঁকি মেরে কি নিকচি না নিকচি। কিনতু কিছু করতে পারবেন না। আর চমৎকার একটা ছড়াও আচে ভগবান। তোমায় নিকে দিচ্চি।

ভুত আমার পুত সাঁকচুন্নি আমার ঝি
রাম লখখোন বুকে আছেন কোরবে আমার কি।

হ্যাঁ ভগবান সত্যি রামনাম নিলে ভুতে কিছু করতে পারেন না। সুধু কি তাই। কেউ যদি মরবার মুখে রামনাম নিয়ে মরে তো হাজার পাপ করুক কক্‌খনো ভুতও হবে না, পেতনিও হবে না। ড্যাংডেংইয়ে সগগে চলে যাবে।

ভগবান, সেইজন্যে এবার তোমায় একটা কথা বলব ভগবান। পোনতুর কথা। আহা বেচারি পোনতু। আমাদের এই সেদিন হাপিয়ারলি পোরিক্ষা হয়ে গেল তো? পোনতু বেচারি পাস করতে পারলে না। কি কোরে করবে ভগবান? মহাদেব মাষ্টার যে অংকে একেবারে গোল্লা দিয়ে দিয়েচে। আমরা তো ওরই বল নিয়ে বিকেলে খেলা করি। চৌধুরীদের পুকুর ধারে তাই ডাকতে গিয়েছিলুম। তা কোথায় পোনতু? ওর পিসিমা বললেন—ফেল

কোরেচেন নজ্জা তো আচে। ছ্যাখো কোথায় কোনেকানে নুকিয়ে আচেন মুখ দেখাবেন কি কোরে? বাড়িতে কোথাও পেলুম না ভগবান আমি আর বংকা ছিলুম। কি আর হবে মহাদেব মাষ্টারের জন্নে আজকের খেলাটাই মাটি। এই না ভেবে আসতে আসতে বেরিয়ে যাচ্চি পোনতুর বোন টেঁপি বললে কেন পোনতুদাতো ঘোসেদের পুকুর ঘাটে বোসে রয়েছে দেখলুম। সাপলা ফুল আনতে গেছলুম। পোনতুদা আরও সব্বাই। ছোট্ তখন ঘোসেদের পুকুরে।



ঘোসেদের মজাপুকুরের চারদিকে জংগল। দেখি ভাঙা ঘাটের শানে সবাই বোসে রয়েছে। পোনতু, পটলা, বাঁটুল, সান্নু, নিধে। তোরা সব এখানে বসে যে খেলবি নি? বাঁটুল বলল—আর খেলা। খেলা সেশ হোল, এবার পনতা আপতোহত্যে হবে। জিগ্যেস করলুম, কেনরে। না, গোল্লা খেলে কারো ইচ্ছে হয় বাঁচতে! পটলা বললে খোলুমি কোরে গোল্লা দিলে কিনা তাই জন্নে পোনতুর এত ছুঃখু।

আমি বললুম তা এ তো হাপিয়ারলি। পেলেই বা গোল্লা ইয়ারলিতে পাস কোরলেই তো হোল। পোনতু বড্ড ভালো ভগবান। আর ও আপতোহত্যে করলে ফুটবলও তো বনদো হবে আমাদের। তবে বড্ড দুঃখু হয়েচে তো। রেগে গেল। বললে বলচিস তো। ও আমায় ইয়ারলিতেই পাস কোরতে দেবে? তার চেয়ে যাই আমি। ও খুসি হবে। হেডমাষ্টারও খুসি হবেন পিসিমাও খুসি হবে। বাঁটুল বললে সন্দের সময় যখন কেউ থাকবে না সেই সময় জলে ডুবে আপতোহত্যে করবে। কেউ আপতোহত্যে করলে কখনও মনে মনে ভাবতে আচে ভগবান যে আমি আগে খবর দেবো তো আমি আগে খবর দেবো? ছিঃ। আমরা সবাই মনে খুব কসটো হয়ে চুপ কোরে বোসে আচি কখন্ সন্দে হবে কখন্ সন্দে হবে। আমি পটলার কাচে ছুটতে পারি না ভগবান। ঠিক কোরেচি ওকে লেংগি দিয়ে এগিয়ে যাব এমন সময় তুতি সাপ্‌লা ফুল তুলতে এসে দেখে আমরা সবাই জটোলা করচি। জিগ্যেস করলে তোরা এখানে ভাগাড়ের স্কুনির মতন সব বোসে কি করচিস র‍্যা? খেলা নেই তোদের। তুতিটা বড্ড খোলি আর হিংস্থটি তো কেউ কিছু না বোলে চুপ কোরে রইলুম। বললে কাজ নেই বোলে। আমিও এই চললুম ঘোস পিসিকে বলতে ওগো দেখোসে এসে। সব মতলব কোরে ঘাটে বসে মিটিন করচে সন্দে হোলেই তোমাদের গাচের কচি আমগুলোর ভুসটিনাস করবে। কি খোলি কি হিংস্থটি ভগবান। তখন ওকে ডেকে বলতেই হোল সব কথা। শুনে তুতি গালে আঙুল ঠেকিয়ে বললে—কি বুদ্ধি তোদের রে। ঘেন্নায় মরি। এই বুদ্ধি নিয়ে পাস করবি? মহাদেব মাষ্টার যে তোদের সবগুলোকে গোল্লা দেয়নি একটা একটা কোরে এই তোদের ভাগ্যি। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে আর কাকে বলে? কার দোষ আর কে তার জন্নে সাজা নিতে যাচ্ছে

মাথা পেতে। জিগগেস করলুম কেন কি হয়েচে। না, কিচ্ছু হয় নি ডুবে মরতে দে ওকে। সংগে সংগে তোরাও ডুবে মর। বেঁচে থেকে কি উবগার করবি। অনেকক্ষণ এই রকম কোরে নাক সিঁটকে সিঁটকে সেসকালে বললে ভগবান। বললে কেন তোরা তো সব ভুত্ত বিসসাস করিস এই আমার বুদধি নিয়ে দেখ।

ভগবান তুতি সত্যি বড্ড বুদধিমান। সেই জন্নেই তো আমি ওকে এত লব করি আর বড় হোলে ওকে বিয়ে করব ঠিক করেচি।



পোনতুদের পোসচিমে চাকর মাখনার:তো বড্ড অসুখ। অনেক দিন থেকে ভুগচে। ওসতিচম্মোসার হোয়ে গেচে আর বোধ হয় বাঁচবে না। তুতি বললে মরে গিয়ে ভুত হলে তখন আবার আগেকার মতন চেহারা হোয়ে ও আবার একেবারে পালোয়ান ভুত হবে। মহাদেব মাস্টারের তো অমন চেহারা। গাঁট্টা-গোঁট্টা। এই দাড়ি। তা মাখনা ভুতের কাচে সব দাড়িফাড়ি বেরিয়ে যাবে। মাখনা পোনতুকে খুব ভালবাসত তো। পোনতু গিয়ে ওকে বলবে মাখনা

তুই তো যাচ্চিসই। গরিব মানুস কিছু পুন্নি করতে পারিস নি তাই মোরে গিয়ে যখন ভূত হবি একদিন সন্দের সময় যখন মহাদেব মাসটার ঘোসাল দাদুদের ওখানে পাসা খেলতে যাবে মট করে ঘাড়টা দিস মটকে। গরীব মানুস তো ভগবান। আহা। তাই আমরা সবাই মিল্লে টিফিনের পয়সা জমিয়ে মাখনকে কিছু দিয়েও দোব ঠিক করেচি।

কি চমৎকার বুদ্ধি তুতির ভগবান। আমরা সবাই ওকে এক কোঁচর আম পেড়ে দিলুম।

আম নিয়ে তুতি বললে নাপাচ্চ তো। কিন্তু একটা দিকে নজর রেখো। মাখনা মরবার সময় আবার রামনাম না করে বসে। তাহলেই সব মাটি। তখন কার সাধ্যি আর ভূত হবে! রাত কোরে সোজা সগগে। একেবারে তোমাদের নাপানাপিই সার হবে।

তাই তোমায় নিকচি ভগবান। সত্যি পোসচিমে চাকরেরা বড্ড রামনাম করে তো কথায় কথায়। মাখনাও যদি করে বসে তো আমাদের এত কসটো যে মিচে হবে ভগবান। তাই তোমায় মনে মনে অনেকবার অনেকবার পেন্নাম কোরে নিকচি মরবার একঘণ্টা আগে মাখনার যেন নিধের দিদিমার মতন বাকরোধ হয়ে যায়! একটি কথা মুখ দিয়ে না বের করতে পারে।

আর সুরেস ডাকতার যে বলেছে বাঁচিয়ে তুলতে বোধ হয় পারবে এ যাত্রা সেদিকটাও একটু কড়া নজর রেখো ভগবান। আহা নোনতা বড্ড ভালো গো।

ইতি—

দাস প্রণব

ভগবান,

মা দুগ্‌গা তোমার কে হন। তুমি তো মা লক্ষ্মী আর মা সরস্‌সতিকে বিয়ে করেছ ভগবান? আর মা লক্ষ্মী আর মা সরস্‌সতি তো মা দুগ্‌গার মেয়ে তাহোলে মা দুগ্‌গা তোমার শাশুড়ি হোলেন না? আমরা সব্বাই তাই বলছিলুম। আমি বাঁটুল নোনতু জগু শিবু। তুতি বললে ঘেন্না ধরালি তোরা ঠাকুরদের নাকি ওরকম হয়। আমি বললুম হয় না যেন। তুতি বললে তোরা মা দুগ্‌গাকে কি বলিস। বললুম কেন সবাই যা বলে তাই বলি। মা দুগ্‌গা বলি। তুতি বললে তাহোলে মা লক্ষ্মী আর মা সরস্‌সতিকে বড়দি আর মেজদি বলিস না কেন। আচ্ছা বল এঁদের দুবোনকে কে বিয়ে করেছে। জগু বললে—কেন নারায়ণ। বৈকুনঠে থাকেন। উঃ কি মস্ত বড় কথাই না জিগ্‌গেস করেছিস। তুতি বললে জামাই সোশটি এসে গেল। এবার তোদের জামাইবাবু সসুরবাড়ি যাবেন তো কৈলেসে?

হেসে একেবারে লুটোপুটি খেয়ে গেলেন মেয়ে। খুব ঠকিয়েচেন যেন। মসতো বড়ো মদ্দ। আমরাও যেন জানি না ঠকাতে। যদি বলতুম তোদের নিজেদের জামাই সোসটি এবারে কি করে হয় তাই ভাবগে তাহলে অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতেন মেয়ে। বলতেন আমায় মুকপোড়ারা বলেচে। আদুরি ছিঁচকাদুনি কোথাকার।

তোমায় সেই কথাই লিখতে বসেচি ভগবান। ওদের জামাই সোশটি তো হবে না এবার। কি কোরে হবে বলো না তুতির ঠাকুমা যে মায়া কাটিয়ে চললেন। ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। পেরায় আসি

বছর হোলো শরিরে আর কি আছে বলোনা যার জোরে ডাক্তাররা চিকিচ্ছে করবে। আজ যায় তো কাল নয় এই রকম অবোসথা। আমার ঠাকুরমার গংগাজল হোতেন তো। সেই কোন্ ছেলেবেলায় পাতিয়েছিলেন যখন নতুন বউ হয়ে দুজনে এলেন পাড়ায়। দুজনের বয়েস দশ আর এগারো। তুতির ঠাকুমা আগে এলেন। টুকটকে মানুসটি কথায় কথায় ফিকফিক ক'রে হাসি। উনিই বললেন এসো ভাই আমরা দু'জনে গংগাজল পাতাই। ঐ নিয়েই দুবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার কি ঘটা। কি না দুবৌয়ে গংগাজল পাতানো হচ্ছে। আর আজকাল? লাহিড়িদের মেয়ের বিয়ে হোলো কাকোকিলে টের পেলে না। শুধু জনকতক বাচা বাচা লোককে টেবিলে বসিয়ে একসরা করে ঝুরিভাজা ডালমুট দুটো করে সনদেশ দুটো করে পানতুয়া। কি না যদু লাহিড়ির মেয়ের বিয়েতে গারডেন পাটি হচ্ছে। বড় নোক। চোরা কারবারে আঙুল ফুলে কলাগাচ হয়েছে। তিনখানা মটোর বাড়িতে। নিপাত যায় না এমন বড় নোকে? ভগবান কি চোখ বুজে আচেন?

দুঃখু করে সব বলছিলেন আমার ঠাকুমা। পুরোনো সংগি চোলে যাচ্ছেন তো। বলছিলেন আর কেন অনেক তো দেখালেন ভগবান এইবার গংগাজলের সঙ্গে আমায়ও ছিচরণে এসথান দিন। শুনে শুনে এত কসটো হচ্ছিল ভগবান আমার।

ভগবান ঠাকুমা তো পুন্নিবতি। তাঁর কথা তো ঠেলতে পারবে না। তা এখন সুদ্দু যদু লাহিড়িকে নিপাত যাওয়াও ভগবান। সবাই তো হাঁ করেও ছিলুম যে কতো না ঘটা করবে। ওকে একদিন মটোরে মটোরে ধাক্কা খাইয়ে দাও। বড়লোকি করে গারডেন পার্টি দেওয়া বেরুগ চোরাবাজারে টাকা কামিয়ে।

ঠাকুমাকে কিন্তু এখন আর ছিচরণে এসথান দিও না ভগবান।

ঠাকুমা গেলে আমি একদিন বাঁচব না। আর এ কথাও ভেবে দেখোনা ভগবান দুজনকে তুমি একসঙ্গে কি কোরে ছিচরনে ঠাঁই দেবে। দুজনেই যে পেল্লায় মোটা। তুত্তির ঠাকুমা আবার আমার ঠাকুমার বাবা।

না আর কোন আসাই নেই বুড়ির। কাল রাত্তিরে তো আমাদের বাইরের ঘরে দাদাদের রিহারসেলও বনদো ছিল। কারুর মনে তো সুখ নেই। পাড়ার মধ্যে থেকে অত পুরনো একটা মানুষ চোলে যাচ্চে সবাই কতো আদর যতনো খেয়েচে ওঁর হাতে, ফিলিং আসবে কোথা থেকে যে রিহারসেল দেবে ভগবান। নিয়ে যাবার সময় কেত্তন পাটি বের করতে হবে কে কে যাবে কার কার আফিসে দরখাসতো করতে হবে সেই কথাই হচ্ছিলো! রমোনিদা তুত্তির মেজো কাকাকে বললে তোর ঠাকুমা তো পাকা ঘুঁটিরে। পাকা চুলে সিঁদুর পোড়ে সোয়ামির কোলে মাথা রেখে বৈকুনঠে যাচ্চে বুড়ি, অমন জলজলে সংসার রেখে। ঘটা কোরতে হবে। এমনিসেমনিতে রাজি নয় আমরা। বেরসো করতে হবে। অতুলদা বললে অনতোতো তিনটে খ্যাঁট চাই চাই। কাঁদকাটেও যে দু'খান করে জিলিপি ঠেকিয়ে ছেড়ে দেবে, যদু লাহিড়ি মার বেলায় যেমন করলে সিটি হবে না। তারপর গ্যাঁত ভোজনেও ঠেলে উঠব আমরা। নাই বা হোলুম গ্যাঁতি। ও ভাবলেই গ্যাতি না ভাবলেই কেউ নয়। এই তো সাহাদের কথাই ধরো না, দশদিনের গ্যাঁত্তি অথচ মুখ দেখাদেখি নেই। সব্বাই আমরা গিয়ে একখানা কোরে পাতা নিয়ে বোসে পড়ব নোটিস দিয়ে রাখচি।

আহা কতদিনের পুরনো মানুস যাচ্ছে পাড়া থেকে চোলে সব্বারই এই রকম মন খারাপ, কে দেবে রিহারসেল আর কে করবে কি। আমিও মন খারাপ, হোয়ে ইসকুলে যাবো না ঠিক করেছিলুম ভগবান, কিনতু কখন কি হয় ভেবে দাদা পেট কামড়ানোর নাম করে

আপিসে দরখাসতো পাঠিয়ে বাড়িতে বোসে রইল তো। যেতেই হোল আমায়। কি ফাঁকিবাজ দাদা ভগবান। মিথ্যেরও একটা সিমে থাকবে তো? তারপর তুমি রাগ কোরে যদি ছেরাদ্দর দিনই পেট ব্যাতা করিয়ে দাও তখন। আমি কিনতু ফাঁকি দিতে যাই নি ভগবান। সত্যিই মন খারাপ হোয়েছিল। সত্যি সত্যি সত্যি এই তিন সত্যি গাললুম। রাগ করো নি তো? যদি কোরে থাক রাগ ভগবান তো আগেই কোনদিন আমার পেটে একটুখানি ব্যাতা করিয়ে দিও। একটুখানি। আর খেয়েদেয়ে ইসকুল যাবার ঠিক আগে। ছেরাদ্দর দিনটা আমায় খুব ভালো রেখো ভগবান।

বাঁচবার আশা যখন আর একেবারেই নেই তখন আর কেন। সাদাল্লাদ যদি কিছু থাকে তো মিটিয়ে দেওয়া উচিত নয় এই বেলা গ্যান থাকতে থাকতে? কিনতু সে কথা প্রাণ ধোরে জিগগেস করে কে সেই তো হয়েচে সমিস্‌সে। থাকবে না কেন। শব্বাই এসে গেচে চারিদিক থেকে শেস দেখা দেখবার জন্নে। ছেলেমেয়ে নাত্তি-নাত্তকুড়। বাড়ি ঠাসা। কিনতু অমন মোক্ষম কথাটা জিগগেস করে কে? সেসকালে তুত্তির ঠাকুদ্দাদা বললেন কেন ও যাচ্ছে তার আর দুঃখুটা কি? এমন যাওয়া কে যেতে পারে? দুদিন পবে তো আমিও আসচি। সোজা কথাটা জিগগেস করবে তার আবার সমিস্‌সে। এই আমি গিয়ে জিগগেস করচি। নাটি ধোরে ঠুকঠুক কোরে কোন-রকমে একটু একটু চলতে পারেন। আমরাও সবাই বুড়োবুড়ির কি কথা হয় শোনবার জন্নে পেচনে পেচনে গেলুম। তুত্তির ঠাকুরদা জিগগেস করলেন—বড়গিন্নি কিছু ইচ্ছেটিচ্ছে হয় খেতেটেতে। এর পরে তো সেই বৈকুনঠে গিয়ে খাওয়া। চারিদিকে সবাই একেবারে চুপ কোরে আচে এতটুকু শবদো নেই কোনখানে। কিনতু হোলে কি হয় ওঁরও কান নেই অসুখ হোয়ে আরও গেচে এঁয়ো গলার

আওয়াজ নেই। তুতির ঠাকুরমা পিটপিট কোরে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চিনতে পারচেন না আর কি। তখন তুতির বড় পিসিমা এগিয়ে গিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে গিয়ে জিগ্‌গেস কোরলেন। মা কিছু ইচ্ছে হয় খেতেটেতে? কে শুনচে। চেয়েই রইলেন পিটপিট কোরে। তারপর তুতির বড়পিসিমা কয়েকবার চেঁচাতে যেন সাড় হোল। কে, মাতু? বড়পিসিমার নাম মাতংগিনি তো। বললেন হ্যাঁ আমি মাতু। জিগগেস করলুম কিছু খেতেটেতে ইচ্ছে করে তো বলো। তুতির ঠাকুমা খুব কসটে একটা আঙুল একটু ঠাকুদ্দার দিকে তুলে বললেন ওকে। সবাই চুপ হয়ে গেল। বুড়ি বলে কি? ওঁকে না শুনিয়ে বললেন একে ভিমরতি তাতে শেষ দশা তোমার মাথায় আর কিছু আচে কি? জোরে বললেন ওতো বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। খাবে কি গো!

আসলে তাই হয়েছিল ভগবান। পরে ঠাকুরমাও শুনে বললেন কিনা। বললেন ভিমরতি হয়েচে মাতুর আর যারা শুনছিল তাদের। হাজার শেষ দশা হোলেও ওকথা কখনও বেরোয় মুখ দিয়ে। গংগাজল জিগগেস করেচে ওকে দাঁড়িয়ে। চিনতে তো পারচে না। তা ওঁরা বুঝলেন ওকে খাব। পোড়া কপাল। বলিহারি এমন বুদ্ধির।

তাই হয়েছিল ভগবান। বড়পিসিমা যখন বললেন বাবা দাঁড়িয়ে তখন হাতটা অনেক কসটে মাথার দিকে একটু নিয়ে গেলেন। এই তখন গিয়ে বড়পিসিমা বুঝতে পারলেন। সোয়ামি কিনা তাই মাথার কাপড়টা তুলে দিতে বলচেন। পিসিমা যতনো কোরে কপাল পজ্জন্ত ঢেকে নিয়ে আবার জিগগেস কোরলেন বলছিলুম কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্চে মা। প্রথমটা বুঝতেই পাইলেন না তারপর আবার ঠাকুরদার দিকে আঙুল তুললেন। মনে হয় তো ঘুরেফিরে ওঁকেই আবার খেতে চাইচেন ভগবান? তাই সবাই আবার চুপ করে গেল।

তখন ঘোষেদের দাস্থপিসি ধমকে বললেন উনি বলচেন কি আর তোমরা বুঝচ কি। বলচেন জেটামশাইকে সরিয়ে দেবার কথা। সোয়ামীর সামনে কি কেউ বলতে পারে এটা খাব ওটা খাব? পোড়া-কপাল। এ তো লাহিড়িদের আহুনিক নেকাপড়াশেখা ছোটবৌ নয়। বরের সংগে ইস্‌টাইল দেখিয়ে মটোর গাড়িতে বেড়াতে গেল তারপর হোটেল থেকে মুখোমুখি হোয়ে একপেট গিলে এসে পেট ঢোল কোরে বিছানায় পড়ল। মুয়ে আগুন।

বড্ড ক্যাটকেঁটি ত ঘোসেদের দাস্থপিসি ভগবান। মুখ খুললে আর রোক্ষে নেই। বড়পিসিমা বললেন তাই হবে। তুই ঠিক বলেচিস দাস্থ। তুতির ঠাকুরদাকে চেঁচিয়ে বললেন বাবা তুমি একটু সরো। কিছু বোধ হয় চান খেতেটেতে মা। তা তোমার সামনে কি কোরে বলবেন। বুড়ো তখন একটু হেসে আবার ঠুকঠুক করে নাটি ধোরে চোলে গেল। বললে তা যাচ্চি তবে কি খেতে চায় বলিস আমায়। এখনও নজ্জা।

বলতে যে হোলই ভগবান। না বোলে করবে কি? বুড়ো যখন চোলে গেল বড়পিসিমা মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, মা এবার বলো কি খেতে সাদ হয়। বাবা বলে গেচেন। হাত নেড়ে একটু হাসলেন। তবুও বলো না। মেয়ের কাছে নজ্জা কি। সনদেশ, রসোগোল্লা, খিরমোহন, কালোজাম, ওমিরতি? ময়রার দোকানে যত রকম খাবার আচে নাম করলেন। শুনে শুনে আমার মুখ ছারা সব্বার মুখে জল এসে গেছে ভগবান। বুড়ি কিন্তু কিচ্ছু বললে না। তারপর ঠোঁট নেড়ে যেন কি বলতে চাইচেন দেখে বড়পিসিমা কানটা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তখনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তাই বলো। মা আমার মাচের মুড়ো খেতে চাইচেন।

তখুনি পুকুরে জাল ফেলে টাটকা রুই মাছ ধরা হোল তখুনি রাঁধা হোল তখুনি একটা রেকাবি কোরে বড়পিসিমা নিজেই নিয়ে এসে

বললে মা এই এনেচি মাছের মুড়ো। আবার ঝিমিয়ে পড়েছিলেন তো কয়েকবার চেঁচাতে সার হোল। চেয়ে দেখলেন মুড়োটার দিকে। তারপর আবার একটু আঙুল তোলবার চেষ্টা কোরে কি যে বলে বুড়ি কেউ আর বুঝতে পারে না। বড়পিসিমা একবার মুড়োটা একটু ভেঙে নিয়ে মুখে দিতে গেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না এমন সময় ঘোসেদের দাসু পিসিমা কোথায় গেছল এসে উপসথিত হোল। কি হোয়েচে তোমাদের। খেলেন জেঠাইমা মুড়ো? বড়পিসিমা বললেন না এই দেখ না ভাই বিরবির কোরে কি বলচেন আংউল তোলবার চেষ্টা কোরচেন, মাছের মুড়ো এগিয়ে নিয়ে যাও মুখ ঘুরিয়ে নিচ্চেন। কিছুই বুঝতে পারছি না। দাসু পিসিমা আবার বড়পিসিমার সই হন কিনা। ছেলেবেলায় পাতিয়েছিলেন। বললেন মুয়ে আগুন মাথায় কিছু আচে তোমার যে বুঝতে পারবে? তোমার চেয়ে ঐ মাছের মুড়োটার মদ্দে পদাথ্য আচে। বলি জেঠাইমা কি দত্তদের আতুরি মেয়ে বেলারানি? সোয়ামি খেলে কি না খেলে কার বয়ে গেচে। রানি নিজের বাকোড় ভরে নিয়ে চোললেন বাসকোপ দেখতে। আমার বুদ্ধি নিয়ে এক কাজ করো দিকিন কেমোন না খায় বুড়ি। মুড়োটুকু নিয়ে গিয়ে জেঠামশায়ের একটু মুখে দিয়ে উচ্ছিসটো করিয়ে নিয়ে এসো। আসি বছরের বুড়ি পাকা চুলে সিঁদুর পরে বৈকুনঠে যাচ্ছেন সোয়ামির কোলে মাথা রেখে। উনি নাকি সোয়ামি পেসাদ না করে দিলে মুখে দিতে পারেন কিছু।

আসচয্যি ভগবান ঠিক তাই হোলও। বুড়োকে একটু খাইয়ে বড়পিসিমা এসে চেঁচিয়ে বললেন মা বলচি কি বাবা খেয়েচেন এইবার একটু খাও দিকিন। এইবার মুখে একটু হাসি ফুটল বুড়ির। সে কি মিসটি হাসি ভগবান। সবাই বললে কচির মুখেও হাসি দেখেচি

যুবির মুখেও হাসি দেখেছি কিন্তু এ যা হাসি দেখলুম না কোথাও দেখেছি না কোথাও দেখবো। খাবেন আর কি ভগবান। একটা সাদ ছিল মোনে সেটুক মিটিয়ে নেওয়া। একটু কোন ভেঙে বড়পিসিমা মুখের কাছে ধোরলেন। আমাদের খোকা যেমন বৌদিদির মাই খায় চুকচুক কোরে সেই রকম কোরে একটু চুসে চুসে খেলে বুড়ি তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

ভগবান সোনদের সময় আমি একলাটি পুকুরঘাটে বসে আচি তুতি এসে উপসথিত হোল। আমি ওকে খুব লব করি কিনা বড় হোলে বিয়ে করব। জিগগেস করলুম কিরে তুতি। তুতি মুখটা চুন কোরে বললে পোনু কি হবে ভাই। জিগগেস কোরলুম কেন কি হয়েচে। বোললে কি হয়েচে দেখতে পাচ্চিস না। ঠাকুমা তো বৈকুনঠে চলল। বললুম সে তো ভালোই। লোকে কতো তপিস্যে কোরে যেতে পায় না তোর ঠাকুমা তো সুদ্ধু পাকা চুলে সিঁদুর পরে বোলে ড্যাং ডেঙিয়ে চললো। সেখানে কত সুখে থাকবে। তুতির চোখ দুটো ডবডব কোরে উঠল। বললুম তুই কাঁদচিস নাকি? বললে কাঁদব না? দেখলি তো ঠাকুমা কতো মাছ ভালোবাসে। তেমনি মাংসও। রসগোল্লা গেল, সন্দেশ গেল, বললে আমায় মাছের মুড়ো এনে দাও। আমি বললুম ভালোই তো। তুতি রেগে গেল তখন ভগবান। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ভেংচে বোললে ভালোইতো। তোরা বেটাছেলেরা একটু হিসেব করে কথা বলতে জানিস না। বৈকুনঠে হচ্ছে যত-সব বোসটোমদের আড্ডা। নারায়ন মাছ মাংস খান না নক্ষী-সরোসৃতি মাছ মাংস খান না। হেঁসেলে একেবারে আঁসের পাটই নেই। ঠাকুমা বুড়ির কি দশা হবে একটু ভেবে দেখতো। নারায়নের দূতগুনোর সঙ্গেও একটা জেলে নেই একটা মালা নেই। না হয় লুকিয়ে আনিয়ে নিয়ে আলাদাই নিজের

ব্যাবোসথা করিয়ে নিতো। যেমন দাদারা বাইরের ঘরে ডিম আনিয়ে এস্‌টোভে ব্যাবোসথা করে নেয়। এমন বৈকুনঠে গিয়ে লাভটা তো বড়ো। তারপর ঠাকুরদাদা যাবে, তারপর বাবা যাবে মা যাবে তারপর আমরা এক এক কোরে যাবো। মানক্ষী রেঁদে খাওয়াবেন কি না আলুভাতে ডাঁটা চচ্চড়ি তেঁতুলের অমবোল। এবেলা ওবেলা। যে যতো পারো খেয়ে যাও। তোর সাদ হয় এমন বৈকুনঠে যাস গুসটি সুদ্ধ্য।

বোসে থেকে থেকে তুতির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভগবান তাই তোমায় লিখতে বসেচি। তোমার বৈকুনঠো খুবই ভালো খুবই ভালো অমন ভালো আর কিচ্ছু নেই। কিন্তু তুতির ঠাকুমা যখন মারা যাবেন তুমি বৈকুনঠের ডুত না পাঠিয়ে কৈলেশের ডুত পাঠিয়ে দিও ভগবান। সেখানেও ওবিস্যি শিব ঠাকুরের জন্যে নিরিমিস রান্নারই ব্যাবোসথা তবে মা দুগ্‌গা তো বোসটোম নন তাঁর হেঁসেলে মাছও আছে মাংসও আছে। কাজ নেই অত খিরনোনির। শিবঠাকুর ভিক্ষে কোরে খুদকুঁড়ো যা আনবেন তাইতেই চলে যাবে তুতির ঠাকুমার। তার সংগে রোজ মুড়ো না থাকে আঁশের গনদোটুকু তো থাকবে ভগবান।

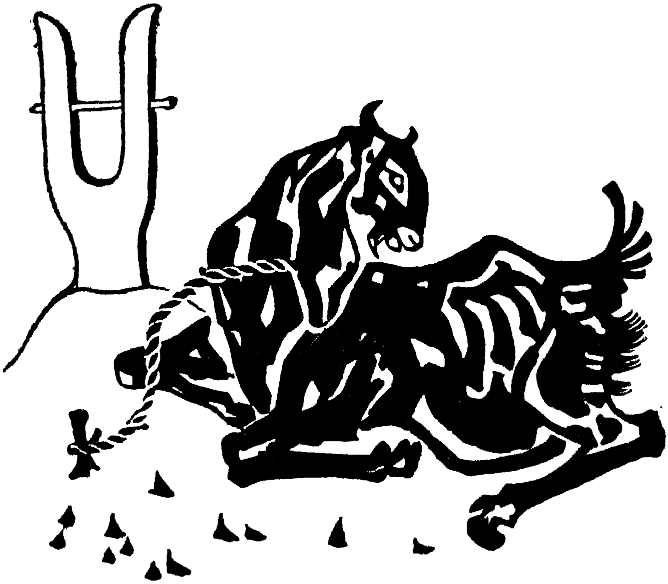
ইতি—

দাস—প্রণব।

ভগবান

তোমার পাঁটাদের ওপর কত দয়া। কত্তো দয়া।

মানুসদের সগগে যাবার জন্নে কতো তো কসটো করতে হয়? ছেলেমানুসদের বাপমায়ের কথা শুনতে হয়, খেলার কুড়ুল দিয়ে বাগানের গাচ কেটে ফেলে বলতে হয় আমিই কেটেচি। মেয়েদের কতোঃ কসটো করে পতিভোকতি করতে হয়। বড়দের নৈবিদ্যির



কথা না ভেবে ঠাকুর পুজো করতে হয়। মুনিদের চারিদিকে আগুন কোরে তোপিস্যে করতে হয়। তবে তো মরে গেলে সগগে যায়?

পাঁটাদের তো ওসব কিচ্ছু করতে হয় না ভগবান। নাপিয়ে কুদিয়ে

যা ইচ্ছে তাই কোরে বেড়ালো। কারুর বেগুন চারা মুরিয়ে দিলে, কারুর কচি সাগ খেয়ে ফেললে, কারুর উঠোনে ঢুকে সোশটি পুজোর খই ছড়িয়ে কলা নিয়ে পালালো। যেন ধরাটাকে সরা দেখে বেড়াচ্চে, তবুও কত ভালোবাসো ওদের। একটুও পাপ দাও না তো। তারপর দুগগা পুজো এল কালি পুজো এল। হাঁড়িকাট পোতা হোল। তারপর কাঁসর ঘণ্টা বাজাল তারপর সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা। ভ্যাঁ কচ। তক্ষুণি উদিকে সগগ থেকে বিশটুহুত রথ নিয়ে এল কত বাজনা বাদ্দি কোরে সোজা একেবারে ইনদ্রের সভায় নিয়ে গিয়ে উপোসথিত। কত জন্ম ঘুরে পাঁটা হয়ে জম্মেছিল তো। আবার যে দেবতাকে সেই দেবতা। পাপ না কচু! গিয়ে দেখো দিব্যি মালা-গলায় দিয়ে অমিরত্তি খাচ্চে।

কত দয়া করে তুমি চমৎকার ব্যাবোসতা কোরে দিয়েছিলে ভগবান। কত্তো ভালোবেসে। তা যা চারপো কলি পড়েচে। লোকে কি আর সে ব্যাবোসতা দেবে টেঁকতে? সেই কথাই তোমায় নিকচি ভগবান।

আমাদেরও ভুটুটার এবার সগগে যাবার কথা ছিল। ভুটু হচ্চে আমাদের রামছাগলী সৈরুভির ছানা ভগবান। তিনটি হয়েছিল তা দুটি তো শেয়ালের পেটে গেল। ইনিও যেতেন তা মাসিমা তাড়াতাড়ি মা কালির নামে মানত করিয়ে দিলেন। যেমন ছানা দুটোকে শেয়ালে নিয়ে গেল, তেমনি আবার এই সময় সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গিয়ে ঠাকুরদাদা পা মচকে সজ্যেসায়ী হলেন তো। মাসিমা তারকেশ্বর থেকে ফিরে মার সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। খুব সেয়ানা মেয়েমানুষ তো। বললেন—কাতু, দেখছিস কি পোড়া শেয়ালে কচি পাঁটার সদ পেয়েচে। উটিকেও সরাবে, তার চেয়ে তাউই মশাই-এর পা মচকেচে তুই ওটাকে মা কালির কাচে মানত করে দে। তোর পাঁটাও বেঁচে

যাবে, ওঁর পাটাও সিগগির সিগগির সেরে যাবে। পাঁটা না বাঁচে শেয়ালের গেরাস থেকে মা কালি নিজের ধন না বাঁচাতে পারেন, পায়ের মচকানিটা তো সারিয়ে দিতেই হবে। অধম্ম তো করতে পারেন না জগজ্জননি হয়ে।

বিধবা মানুষ তিত্থিধম্ম নিয়েই থাকেন মাসিমা এসব খুব বোঝেন তো। ওই করলেন মা। এক বছর পরে আবার সিদিন মাসিমা পুসকর তিথে মাথা মুড়িয়ে এলেন তো। সে সময় ঠাকুরমার তিন দিন থেকে পেটে বেদনা হয়ে এখন-তখন। মা মাসিমাকে জিগগেস করলেন দিদি সৈরুভির তিনটে বাচ্চাই এবার বেঁচে গেছে একটাকে না হয় মা দুগগার নামে মানৎ করে দি ? মা সেরে উঠুন তাড়াতাড়ি। মাসিমা বললেন এই বুদধি নিয়ে তোমরা চালিয়েচ সংসার। তিনটি পাঁটা হয়েচে মসতো বড় সমপত্তি। লুটিয়ে দি। কেন ঐ পাঁটাটার কি হয়েচে ? মা বললেন ওটা আর বছর মাকালিকে মানৎ করলুম না ? মাসিমা বললেন—তা আর বছর থেকে এ বছর এই এক বছরের একটা পাঁটা হোল তো ? আবার ঐটেকেই এ বছর থেকে আসছে বছর পজ্জন্ত আবুইমার নামে মানত করে দে। হোল না তোর দু বছরের দুটো পাঁটা ? তবে মা দুগগার নামে নয়। দুই সতিন তো। ঝগড়া বাধিয়ে আবার অনত্থ কোরে বসিস নে যেন। ঐ মাকালির নামেই দে মানৎ করে।

বড় বোনই তো। এলোধাবারি খরচ করে। হিসেব বোঝে না বলে খানিকটা ধমকও দিলেন মাকে। উনি তিত্থিধম্ম নিয়েই থাকেন সাধু সন্নিসি দেখে বেড়াচ্চেন, ওঁর কথার উপর ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা বাবা মা কেউই তো কথা কন না। ভুটুকে ওবারই বলি না দিয়ে আবার মাকালির জন্যে জিয়ে রাখা হোল।

কি চমকার যে হয়েছে ভুটুটা তোমায় কি বলব ভগবান।

ইয়া লাস এই নিটোল সরির, গায়ে মাচি বসলে পিচলে পড়ে। তুমি একদিন মাচির রুপ ধরে দেখেই যেওনা বিসসাস না হয় তো। দাদা একদিন হাত পা বেঁধে সরজু সিং-এর কয়লা ওজন করবার পাল্লায় চড়িয়ে দেখলে না? পাক্‌কা ন সের। তা হবে না কেন ভগবান? একে রামছাগল তাতে এক বছর আরও বেড়ে গেল তো। সরিরের কথা ছেড়ে দাও, ওর এক একটা ঠাংয়ের ওজনই হবে তিন সের করে চার সের করে। আর আমরা সেবাও তো খুব করি। কোথায় কচি ঘাস রে, কোথায় কুঁড়ো রে, কোথায় ছোলা রে, চোপোর দিন তো জুগিয়েই যাচ্ছি। আমি তুতি, বাঁটুল, মিনু সব্বাই আমরা। তুতি বলে যতো খাওয়াবি তত মাল ছাড়বে সগগে যাবার সময়। মরে গেলে আরও ভারি হয়ে যায় তো? তখন ঐ ন সের আঠারো সের হয়ে যাবে। কবজি ডুবিয়ে খাবি। তুতিটা যেন কি ভগবান। ওরকম করে কখনও খাব খাব বলতে আচে? মহাপ্পেসাদ নয়। আর পাঁটারা তো দেবতাও। বলিদানের পর সগগে গিয়ে যখন টেরটি পাওয়াবেন তখন বুঝবেন বাছাধন্। আমার কি? আমার তো ভুটুকে দেখে মুখে নালও আসে না কিচ্ছু না। আসতে আচে কখনও ভগবান। ছিঃ!

কিন্তু সগগ আর কোথায় যেতে পাচ্ছেন ভগবান? বলিদান নিয়ে যে গোলমাল বেঁধে গেল ইদিকে।

আর বছর থেকেই শুরু হয়েছিল গোলমালটা। তা শেষ পর্যন্ত একরকম করে সামলে গেল। যারা বলেছিল কালিপুজোয় বলিদান হতে পাবে না বোসটোম পাটির দল তারা তো একরকম জিতেই গিয়েছিল মিটিং-এ। শেষকালে পেসিডেন্ট নিজের ভোট দিয়ে তাদের কুপোকাৎ কোরে দিয়ে সেই বলিদান কায়েম রাখলেন তো।

এবার কিন্তু কোন আশা নেই ভগবান, তাই ভুটুর জন্নে ভয়ংকর মনটা খারাপ হয়ে আচে। তাই তোমায় তাড়াতাড়ি চিঠি

লিখতে বসেচি। আহা অবোলা জীব ও কি অতশত বোঝে তোমাদের সাকতো পাটি আর বোসটোম পাটি বাপু ? কত জন্মের পাপে এই ছাগল হয়ে জন্ম, আর কেন ওকে ভালোয় ভালোয় যেতে দাও তোমরা। কি কসটো যে হচ্ছে আমাদের ভুটুটার জন্নে ভগবান। আমার বাঁটুলের মিনুর ভুতির বিশুর সব্বার। বাঁটুলের দিদিমা আবার ঐটুকু বয়সেই ওর পৈতে দিয়ে দিলে তো কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে। এক বচ্ছর আবার ব্রেহ্ম-মাংস খেতে পাবে না। ভুটুর এক আধ টুকরো মহাপ্পেসাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল বেচারি। তা সে আশায় বুঝি জলানজলি দিতে হোল। বলিদান হোলে তবে তো মহাপ্পেসাদ। তা তোমায় বললুম না ? সে বলিদান তো এবার বনদো হতে চলল। পেসিডেন্টই তো নিজের ভোট দিয়ে গেল বছরে বসটোম পাটির ওদের হারিয়ে বলিদানটা কোন রকমে রাখলেন। তা সেই পেসিডেন্টই তো এবার উলটে গেচেন। এবার একেবারে বোসটোম পাটির দলের দিকে। খাওনা কত খাবে সবাই আক আর চালকুমরোর বলিদান।

আহা পেসিডেন্টরই বা দোষ দি কি করে ভগবান ? ওবিসসি ভুটে সগগে যেতে পাবে না বলে রাগ আমার খুবই হচ্চে তবে দুখ্খুও তো হয়। ওঁর নাতি বিমল আমাদের কেলাসে পড়ে তো, সেই বলছিল। বিমল খুব দুখখু করে বললে ভাই পোনু সবাই তো বলে দাদু একেবারে ডিগবাজি খেয়ে মাংসখোরদের দিক থেকে মালপো খোরদের দিকে চলে গেল এবার। তা তুই বিচার করে দেখনা দাদুর আর গরজটা কি ? আর বছর যে ওদের জিতিয়ে দিলে নিজের ভোটটা দিয়ে তা আর বছর পজ্জন্ত নিজের সাতটা দাঁতও তো ছিল। ওপরে চারটে নিচে তিনটে। তা মাকালির যদি তাই ইচ্ছে তো একেবারে সব কটি নিম্মুল করে দিতে গেলেন কেন ? মাত্তোর দুটি ছেড়ে

দিয়েচেন তাও সুদ্ধু ওপরে। তারা মাংস চিবুবে কি একটু অসাবধান হলে নিচের মাড়িটাকে পেঁট পেঁট করে সুদ্ধু বিঁদতে আচে। এই তাদের কাজ। যে দাদু অত করে নিজের ভোট দিয়ে মার জন্নে বলিদানটা বজায় রাখলেন লুভিসৃটি বুড়ো বলে চারিদিকে কত ঠাট্টাও উঠল, তার প্রতি মার এই বিচার হোল? তুই বলনা ভাই পোম্নু নইলে যে দাদু আমার এক সময় বলিদান দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা আসতো মহাপ্পেসাদ একলা খেয়েচে, সে আজ চালকুমরোদের দলে যেতে চাইচে। অভিমান হয় না মাকালির ওপর?

আমি তবুও একটু বললুম ভগবান। ভুটুর কথা ভেবে রাগও তো হচ্ছিল। বললুম কেন আজকাল বেশ ভালো করে বাঁদাতেও তো পারা যাচ্ছে দাঁত। তোর দাদু জমিদার মানুষ একেবারে কলকাতার সায়েবি দোকান থেকে বাঁদিয়ে আনতে পারে তো। বিমল বললে তাতো এনেচেই। দাদু কি বসে আচে? তবে সে ভগবানের দাঁত আর এ চিনেবাড়ির দাঁত। এক হয় কখনও? কলকাতার ঠিয়েটার দেখে এসে তোর এখানকার জেলেপাড়ার যাত্রা দেখে মন উঠতে পারে?

মরুক গে কারুর ঘরের কথায় থাকতে আচে ভগবান? কার দাঁত আচে কার দাঁত নেই তার সংগে আমার কি সমপরকো বলো না। আমার দুখখু ভুটুর বুঝি আর হোল না সগগে যাওয়া। তুবচর হয়ে গেল। এখনও কোন রকমে বুদধিমান আচে এর পর বোকা পাঁটা হয়ে যাবে তো। গায়ে বিটকেল গনদো ওকে কি আর সগগের তিসিমানার মধ্যে ঢুকতে দেবে দেবদুতেরা ভগবান?

এবারে বোসটোম পাটিরা জিতবেই ভগবান। সুদ্ধু যদি তুমি দয়া করে ওবিনেস হাজরাকে জিতিয়ে দাও তো সামলায় এবারটা।

সেই কথা বলতেই এই চিঠি নিখতে বসেছি এত কসটো করে তাড়াতাড়ি।

আজ আমাদের বৈঠকখানায় কালিপুজোর রিহারসেল বসেছিল ভগবান। ঠিয়েটার হবে তো চনদ্রো গুপতোর ডি এল রায়। কাকে কোন পাট দেওয়া হবে তাই ঠিক করবার জন্নে আজ রিহারসেল বসেছিল। রিহারসেল আর বসবে কি ছাই বলিদান ভালো কি মনদো তাই নিয়ে তক্ক বধে গেল। আজকাল যেখানেই যাও ঐ কথা তো।

বাঁটুলের দাদা রঘুদা বললে কালিপুজো করতে যাচ্চ তাতে পাঁটার নাম গনদো নেই এ পুজো পুজোই নয়। মাকালিকে ওদিকে চটিয়ে ছেঁড়া সিনের সামনে দাস্থর হাত পা ছ্যাতরানো ওরিএনটাল নাচ দেখিয়ে কাজ আদায় করবে সে ভাঁওতায় ভোলবার নেয়ে নয় তিনি। সুতরাং যেমন বলিদান তুলে দিচ্ছ সবাই তেমনি ঠিয়েটারও দাও তুলে। অনতোতো সম্মা তো নেই এর মধ্যে। খাঁড়া কোথায় একটু বেধে গেল তাইতেই চটে খুন সামাল সামাল রব উঠে যায় আর এ একেবারে মূলে হাবাত বলিদানই বনদো। কে এ ঝনঝাটের মধ্যে থাকতে যাবে বাবা?

দাস্থ বললে বলিদান মানে কি বল দিকিন? ভারি তো টিকি ছুলিয়ে চানক্য পোনডিতের পাট করতে যাচ্চিস। বলিদান মানে বেচারি ছাগলির বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে এসে কোপ দেওয়া না? তার তো কেউ বলবার নেই।

বিশুর ছোট কাকা সতু বললে, ভারি তো মানে বাংলাতে বলেচিস আর সাসতোর দেখাচ্চিস। মার সামনে ঐ একটা কোপের দাম জানিস? একেবারে বৈকুনঠো। হুজুগে মেতে বনদো করতে যাচ্চিস, ইদিকে পেটে বোমা মারলে তো এক অকখর সংসকৃতো

বেরোয় না। পুরুত-মশাইকে জিগ্যেস করগে যা বুঝিয়ে দেবে তারপর তক্ক করতে আসিস।

দাসু বললে—পুরুতমশাইকে বৈকুনঠে পাঠিয়ে দে না। দক্ষিণে কাপড় চোপড় নৈবিদ্যি কিছুই দিতে হবে না।

তুতির দাদা গোজুদা বললে তার চেয়ে সগগে ওর ঠাকুরদাকেই দিক না পাটিয়ে হাঁড়িকাটে ফেলে। বুড়ো মানুষ আজ বাত তো কাল অমলোস্থূল তো পরশু হাঁপানির টান তার চেয়ে দিব্বি ইনদ্রোসভায় তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানবে আর উব্বোসির নাচ দেখবে।

গোজুদার সংগে সতুকাকার বড্ড ঝগড়া তো কে ভালো মেয়ের পাটটা নেবে তাই নিয়ে। সতুকাকা চটে উঠল খবরদার বাপ ঠাকুরদা তোলবি নি গোজু। ভালো হবে না।

আমার দাদা সেকরেটারি তো অত ঝগড়া চায় না বললে বাপের কথা তো বলেনি তুমি টেনে আনচ কেন ?

সতুকাকা বললে বাকিটা কি রাখলে হিরুদা। ঠাকুদ্দা হোল বাবার বাবা। ওর জিভ টেনে নোব।

গোজুদা বললে, নে, জিভ টানে সব মেয়া।

এর পর যেমন অন্ন অন্ন দিন হয় ভগবান। এর দিক থেকেও একেবারে অনেক জনে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল—রঘুদা, নরুদা, জিতেন, নিবারণ, যতে লাট আরও অনেক সব। ওর দিক থেকেও অনেক জনে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল। বেঁটে আশু দাসুদা পচা গোবরদা বিধু আরও অনেক সব। তারপর কেউ কেউ দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কেউ কেউ জামার আসতিন গোটাতে আরম্ভ করলে তারপর আমরা খড়খড়ি দেওয়া জানালার বাইরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলচি হে ভগবান যেন লেগে যায় অহিংস আনদোলন যেন লেগে যায়

অহিংস আনদোলন এমন সময় ওপাড়ার মজুমদার মশাই এসে বললেন কৈ হে হিরু আচো ? এই যে রয়েচে দেখচি একবার উঠবে, তোমার সংগে বিসেস দরকার আছে একটু। দাদা জিগগেস করলে দেরি হবে মজুমদার মশাই ? মজুমদার মশাই বললেন তা একটু হবে। দাদা এদের বললে তাহলে আজ না হয় বনদোই থাক। মজুমদার মশাই সবার দিকে চেয়ে হেসে বললেন এত কাচাকাচি এসে বনদো থাকবে ? বাইরে থেকে যেমন শুনছিলুম মনে হোল তো আরম্ভ হয়ে গেচে যুদধের সিন। বুঝি ফাঁকি পড়লুম। উনি আবার খুব আমুদে মানুষ তো।

ঝগড়া একবার এই রকম আচমকা বনদো হয়ে গেলে আবার কি কোরে কোন কথা বলে আরমভো করতে হবে সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না তো ভগবান। একটু নজ্জা নজ্জাও করে। ওরা এক এক করে উঠে গেল। নিবারণ উঠে যাচ্ছিল, রঘুদা বললে একটু বসবে না নিবারণ। এক সংগে যেতুম। একটু চোখ টিপেও দিলে। নিবারণ যতে লাটকে বললে তাহলে যতিন একটু দাঁড়িয়ে যানা। একটু চোখ টিপেও দিলে। যতে লাট নোরুকে বললে নোরু চললি নাকি ? বলে আবার ওদের মতন একটু চোখ টিপেও দিলে, সতুকাকা সিগরেট ধরিয়ে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তো ? জুতো পরতে পরতে এদের দিকে চাইতে এরা সবাই মিলে চোখ টিপে দিলে। সতুকাকা আবার জুতো ছেড়ে এসে বসল। ততক্ষণে আর সবাই চলে গেছে তো। একটু এদিক ওদিক চেয়ে জিগ্যেস করলে কি ব্যাপার ? রঘুদা বললে মজুমদার মশাই যখন এসেছিল তখন একটা কিছু ব্যাপার আচেই। ও আবার আজকাল ওবিনেশ হাজরার দিকে ভিড়েচে তো। একটু বসেই যাও না, হিরুদা আসুক। আমায় টিপেও দিয়ে গেল। বরং তাসটা পাড়না ততক্ষণ। এক হাত হোক।

দাদা অনেকক্ষণ পরে এল ভগবান। তারপর একবার সবার দিকে চেয়ে বললে তোরা সবাই এদিককারই তো দেখচি। তাহলে শোন। ওবিনাশ হাজরা এবার পেসিডেণ্ট হতে চায় চৌধুরী মশায়ের সংগে টেক্কা দিয়ে। আরও অনেক কথা বললে ভগবান। আরও চুপি চুপি। চোরা বাজারে টাকা করে এখন একটু শক্ত হয়েচে। ওকে ভালো করে দুইতে হবে। আরও অনেক কথা ভগবান।

আমার যে কি কসটো হোচ্ছিল ভগবান তোমায় কি বলব। সত্তি সত্তি সত্তি। এই তিন সত্তি গালচি। কিন্তু আমি কি করব? আমায় যে সবাই পেছন থেকে চেপে ধরেছে দুসটুমি করে শোনবার জন্নে। বাঁটুল বিশু মিনু খুদে তুত্তি। আমি চেঁচালে ওরা আবার ধমক খাবে তো, পরের ছেলে আমাদের বাড়ি এসে। তার ওপর তুত্তিকে আবার আমি লব করি তো। বড় হলে বিয়ে করব।

দাদাদের অনেক কথা হোল ভগবান। অত কথা তোমায় লেখবার সময় নেই আর যোঁরার প্রবনধো তো অনেক বড় হয় না। দাদাকে তাই বলচি কিনা। তোমার সব শোনবার দরকারও নেই। ওবিনেশ হাজরাকে পেসিডেণ্ট করলে বলিদানের ব্যাবোসতা একেবারে পাকা। চৌধুরী মশাইকে ডাউন করতে পারলে ওঁর সঙ্গে চারজন বেরিয়ে যাবে। ওঁর চারজন মোসায়েব যাদব পাল, রমেশ চৌধুরী, সত্তিনাথ আর বেজেন রায়। তেমনি ওবিনেশ হাজরা এলে ওর চারজন মোসায়েব এসে বসবে তাদের জায়গায়। তোলো তোমরা কি করে বলিদান তুলবে। আর ওবিনেশ হাজরা বলেচে পাকা এসটেজ করে দেবে। মেয়েদের বসবার জায়গাটা বাঁধিয়ে দেবে। দাদারা ঠিক করেচে ওর ভোটের জন্নে উঠে পড়ে লাগবে।

লোকে বলবে দেখেচ টাকার লোভে চোরাবাজারীর দিকে চলল সবাই। তা বলুক গে লোকে সব রকম বলে। তেমনি দাদাদেরও

তো বলবার মুখ আচে—তোমাদের চৌধুরী মশায়ের যত দিন দাঁত ছিল ততদিন কালিপূজো। দাঁত গেল তো রাতারাতি তার জায়গায় কেসটো ঠাকুরটিকে এনে বসিয়ে দিয়ে বোসটোম বনে গেল? পূজো না খেলা?

তাই তোমায় তাড়াতাড়ি লিখতে বসেচি ভগবান। ওবিনেশ হাজরাকে জিতিয়ে দিও। চৌধুরী মশাই যদি চেসটা করতে যায় ওঁর ঐ দুটো দাঁতে এমন জনত্রোনা লাগিয়ে দিও যে যেন টের না পান কোথায় দিয়ে কালিপূজোটা গেল বেরিয়ে।

আহা দিও গো দিও। নৈলে আমাদের দুঃখি ভুটের এ জন্মে আর সগগে যাওয়া যে হবে না ভগবান।

ইতি—

দাস—প্রণব

ভগবান

ভালবাসা অনেক রকম হয়। মিনু বাঁটুল দাশু শুনু এরা সব খেলতে ভালবাসে, তুতি খেতে ভালবাসে। সোতীনেরা চুলোচুলি করতে ভালবাসে সেকেন মাস্টার বেত ভালবাসেন। আমি নক্সী হয়ে পড়তে ভালবাসি ভগবান। সত্যি সত্যি সত্যি। এই তিন সত্যি গাললুম।

বিয়ে করবার জন্নেও একরকম ভালবাসা হয় তাকে লব্ বলে। তুতি বলে সায়েবরা মেমেদের বিয়ে করবার আগে লব বলে একরকম ভালবাসা হয় তখন তারা বেম্মা বিশটু মহেশসর কাউকেও গেরাঝ্যিই করে না। বাপ মা যদি আটকাতে যায় তো তাদের মেরে ধোরে দুজনে যিসুকেশটোর গির্জেয় চলে যায়। সেখানে পুরুত ঠাকুর ওদের ভয়ে ভয়ে আসিব্বাদ করে বিয়ে দিয়ে দেন। তুতি বলে সাহেব মেমেদের লব বড্ড ভয়োংকর জিনিস ভগবান। ওরা বিয়ে করবেই করবেই করবেই। বিয়ে একবার হোয়ে গেলে আর অতো ভয়োংকর থাকে না। তখন সায়েব কোলকাতায় আপিসে বোসে একমনে নিজের কাজ করতে থাকে। আর মেম দারজলিঙে হাওয়া খেতে চলে যায়। এরপর ওদের ছেলেপুলে হয়। সুকে সচ্চন্দে ঘর করে।

তুতি বলে সায়েবরা খুব মাংস খায় বলে ওদের ঐরকম ভয়োংকর লব্ হয়। দুর দুর, ডাল ভাত খেকো বাংআলি তাদের আবার লব হবে। আগে আগে বাংআলিদের একেবারেই হত না ভগবান। বর টোপর পোরে বোসতো, কোনে ঘোমটা টেনে বসতো বিয়ে

হোয়ে যেতো। এখন ইংরিজি পড়তে শিখে বাংআলিদেরও হচ্চে লব। যে যত বেশি ইংরিজি পড়া তার তত বেশি লব। তাই মিনুর মাসির বাড়ির সেই যে চমৎকার পাত্তোরটি শৈলদিকে মেয়ে দেখতে এসেছিলো শৈলদির যাকে খুব পচনদো হয়েছিলো তারও শৈলদির জন্নে লব হয়েছিল ভগবান। তার কথাই এবার তোমায় বোলবো।

ভগবান তুমি সত্যি বড্ডো ভালো। যেমন তুমি ভালো তেমনি মা সেস্তলাও ভালো। তোমার চিঠি সেদিন লেটরবকসে ফেলে দিয়ে বাড়ি আসতে না আসতে মিনু ছুট্টে এসে বললে ওরে পোনু শুনেছিস ? আমি বললুম, কি ? মিনু বললে সেই যে চমোৎকার পাত্তোরটি শৈলদিকে মেয়ে দেখতে এসেছিলো তার মামা মোরে গেছে। এই মাত্তোর মাসিমা চাকরের হাতে পাটালি গুড় পাঠিয়ে দিয়েছে সেই বল্লে। কেমন জবদো, দাও বিয়েতে বাগড়া। ছিঃ অমন কোরে বলতে আছে ভগবান। পরের মামাতো আপনার মামারই মোতোন। আমার মনে মনে খুব কষ্ট হয়ে তুতিকে বোললুম। তারপর তুতির মনেও খুব কষ্ট হয়ে শৈলদিকে বোললে। শৈলদি বোললে আ মর তা আমি কি করবো ? খবর দেবার আর লোক পেলে না খুঁজে। মুখ ঝামটা খেয়ে আমার এত কষ্ট হোল ভগবান। বাইরে এসে তুতিকে বোললুম। তুতি বোললে তোরা বেটাছেলে, ষাঁড়ের নাদ। কিচ্ছু বুজিস না। ঐটি হোল লোক্ষোণ। শৈলদিরও ওর জন্নে লব হয়েছে। তখন আমাদের ভাবনা হোলো কি কোরে দুজনের মিলন ঘটানো যায়, কি কোরে দুটো হাত এক করা যায়, কি কোরে দুটোকে এক বঁড়শিতে গেঁতে ফেলা যায়। সব গুনোর মানেই বিয়ে হওয়া ভগবান। এমন সময় আমাদের এগজামিন এসে পড়লো। তারপর মাসটার মোশাইদের বাড়ি বাড়ি

মায়কের জন্নে ধন্নে দেওয়া তারপর রেজাল্ট তারপর নতুন কেলাস। সকাল বিকেলে ছবেলা পোড়ো মন্দিরে বুড়ো শিবের মাথায় গাঁদা ফুল আর বিল্লিপত্তোর চড়াতে হোত। কারুর আর একটুও সময় ছিলো না ভগবান। তারপর একদিন তুতি এসে বোললে শুনছিস পোনু। আমি বোললুম কি ? তুতি বললে আর নিসচিন্দি হোয়ে বোসে থাকলে চোলবে না আবার সেই হারামজাদি নৈহাটির ঘোটকি এসেছিলো। আমি জিগগেস করলুম পাত্তোর আমাদের সেই ভাংচি দেওয়া চিঠিটা পায় নি? তুতি বোললে আগে শোনিনা সবটা। হারামজাদি বোললে আপনারা এবার এই মাঘ মাসেই বিয়ের দিন ঠিক কোরে ছহাত এক কোরে দিন। চারি-দিক থেকে ছেলের কাছে ভাংচি দিয়ে চিঠি আসছে। বেটা-ছেলেদের মোন ভাংগতে কতক্ষণ। গেলে অমোন পাত্তোর হুট কোরে পাওয়া যাবে না। তোর পিসিমাও ছিলো। বললে দোজবরে পাত্তোরকে কে আর কবে ভাংচি দিয়েছে ? বুড়ো হোয়ে মোরতে চোললুম শুনিনিতো আজ পজ্জনতো। তবে হ্যাঁ বিয়ে যখন দিতে হবে দিয়ে দিলেই নিসচিন্দি। ঘটকি বোললে ওমা দেয়নি চিঠি ? রয়েচে সে চিঠি এখনো পাত্তোরের কাছে।

আমার ভাই বড্ডো ভয় কোরলো। আমাদের সেই চিঠির কথাই বলছে না তো পোড়া কপালি। তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। এই অবোসথা! এখন কি কোরবে করো। এই কথা বোলে তুতি হাত পা গুটিয়ে চুপ কোরে বোসে রইলো। বোললে শৈলদিকে আর বাঁচানো যাবে না। প্রথমে নাওয়া, খাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুকিয়ে যাবে, তার পর একদিন কিছু আনিয়ে খেয়ে আত্তোহত্যে কোরবে। শৈলদি যখন নাওয়া খাওয়া কিছু ছাড়লে না তখন আমি তুতিকে বোললাম ভগবান। তুতি বোললে তোরা বেটাছেলে

মানুষ বোললেও হয় আবার ষাঁড়ের নাদ বোললেও হয়। ওসব বুঝবিনি। ঐটিই লোক্ষোণ। শৈলদি শেষ খাওয়া আর শেষ নাওয়া নেয়ে নিচ্ছে। এই মিলিয়ে নিস তুত্তির কথা।

তখন আমরা কি ভাবনায় যে পোড়লুম বোলতে পারি না ভগবান। শেষকালে কি সোনার কমল ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে? মোতির মালা বাঁদরের গলায় উঠবে? ছটোর মানেই সেই টেকো বোনমানুষটার সঙ্গে শৈলদির বিয়ে হওয়া। একটা, তুত্তির মা বলেছিলেন আর একটা আমার পিসিমা। এমন সময় একদিন বেনেপাড়ায় নলদমোয়ন্তির পালা দেখে এসে মোনে হোল তবে তো আছে উপায়। ওঁদের দুজনের মধ্যেও লব হোয়েছিল ভগবান। তারপর ওঁরা হাঁস পাটিয়ে পাটিয়ে হাঁস পাটিয়ে পাটিয়ে সব ঠিক কোরে ফেললে। তার মানে ডিম খাবার জন্নে হাঁস পাটাতো না ভগবান। হাঁসটা ছিলো রাজহাঁস। এর মনের কথা গিয়ে ওকে বোলতো ওর মনের কথা এসে একে বোলতো! কোলিকালের হাঁস, কথা কইতে পারে না ভগবান। তুত্তি বলে সে পারতো দাপরে যখন হাঁসেদের পুণ্যির জোর ছিলো। তাই জন্নে বেনেপাড়ার যাত্রায় একবার কোরে নলরাজা হাঁসটাকে বুকে কোরে নিয়ে আসছিলো, একবার কোরে দময়ন্তি বুকে কোরে নিয়ে আসছিলো। তারপর কাণের কাছে ওর ঠোঁট নিয়ে এসে বোলছিলো কি বোলছিস রে রাজহংস, আমায় কি সংবাদ দিয়েছে? তারপর যেন হাঁসটা সত্যি কাণে কাণে বোলচে এইরমক করে নিজের নিজের পাট বোলে যাচ্ছিলো।

যাত্রা দেখে এসে তারপর দিন তুত্তি বোললে এতদিনে একটা উপায় হোল কিন্তু হাঁস যোগাড় হয় কি করে? আমরা সবাই জিজ্ঞেস কোরলুম হাঁস কি হবে রে তুত্তি? তুত্তি বললে এটুকু আর

ঘটে বুদ্ধি নেই? থাকবে কি করে, বেটাছেলেই তো। বলছি শৈলদিকে যে দেখতে এসেছিল সে নল হোল না আর শৈলদি দমোয়ন্তি হোল না? এখন একটা হাঁস যদি তাকে কোন রকমে পাটিয়ে দেওয়া যায় শৈলদির নাম কোরে তো বুঝে নেবে না ভেতরের কথাটা কি। ক্রেমাগত বেটাছেলে বেটাছেলে করলে রাগ হয় না ভগবান? আমি বললুম যে দেখতে এসেছিল সেও তো বেটাছেলে যদি বুঝতে না পারে। হাঁস তো কথা কয়ে বলতে পারবে না। তুতি নাক সিঁটকে বললে মিছে বলিস নি, ছোটই-হ বড়ই-হ তোরা সব সমান। তাহলে আর একটা বুদ্ধি দিচ্চি। কলির হাঁস যেমন কথা কইতে জানে না, এই তুতি বামণী এমন ব্যাবোসতা করে দেবে যে কথারও বাড়া। আগে হাঁস তো যোগাড় কর।

তখন ভাবনা হোল হাঁস পাওয়া যায় কোথা থেকে। এখুনি জল খেয়ে আসচি বোলে আমি উঠে যাচ্ছিলুম ওরা আমায় ধরে ফেললে। দাদা কোলকাতা থেকে এক জোড়া রাজহাঁস কিনে এনেচে ভগবান। পিসিমা বলে টাকার ছেরাদ্দ ঠাকুরমা বলে নিসচয় নাত বৌয়ের ফরমাশ। বৌদিদি বলে আমার বোয়েটা গেছে। দু চোক্ষের বিস। ওরা বললে ঐ থেকে একটা হাঁস সরা পোন্নু। কি করে সরাব ভগবান। দাদা সোন্দের আগে রোজ তাদের ডেকে খাইয়ে ঘরের মদ্দে বন্দো করে দেয়। দুটো ধাড়ি আর পাঁচটা বাচ্চা। এই পাঁচ আর দুয়ে সাত। ওরা বললে তুই সরা তোর দাদা মোনে করবে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। না হয় গোটা কতক পালক জংগোলে ছড়িয়ে রাখবি। তুই না পারিস আমরাই ছড়িয়ে দোব। তুতি বললে তারই বা কি দরকার বদ্দিবাটি কতটাই বা দুর ডাক দিলে সাড়া পাওয়া যায়। ওর দাদা যখন বন্দো কোরে কেলাবে চলে যাবে পোন্নু, আসতে আসতে মুখটা টিপে বের কোরে নিয়ে আসবো।

তারপর চুপি চুপি কাউকে দিয়ে একবার পাটিয়ে দেবো। সে আবার শৈলদির বরকে দেখিয়ে তোখুনি নিয়ে আসবে। ওর দাদা ততক্ষণে বোধ হয় ফিরেও আসবে না কেলাব থেকে। তখন আমি বোললুম একটা বাচ্চা সরিয়ে ফেললে হয় না? তুতি বললে তোর মাথায় গোবর পোরা আছে পোনু। তাহলে তো বুড়ি ঘোটকির বদলে একটা কচি মেয়েকে দিয়েও লোকে বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করে ফেলতে পারতো। তোরা সব বেটাছেলেই সমান। শুধু মুখে বারফটকা যে শৈলদির জন্নে এত কসটো হোচ্চে তত কসটো হোচ্চে। কি করবো কি কোরবো ভেবে শেষ কালে মা কালীর কাছে জোড়া পাঁটা মানলুম ভগবান। হে মা কালি দাদাকে একবার একটু অসুকে পড়িয়ে দাও তাহলেই আমায় হাঁসের ঘর বন্দো কোরে আসতে বোলবে তাহলেই আর কিছু ভয় থাকবে না। শুধু যেন পা কামড়ানো কি মাথাব্যথা অসুখ না হয় তাহলে আবার আমাকেই টিপে দিতে বোলবে। পাপের প্রাসচিত্তির হবে। মা কালি বোললেন তোর ভয় নেই। ওদিকেই গেলেন না। দুদিন পরেই জামাই সোসটি হইয়ে দিলেন। দাদা সশুর বাড়ি গেলো নিসচিন্দি। পিসিমা বোললেন বাসু নেই তুই একটু দিন থাকতেই হাঁসের ঘর বন্দো কোরে আসবি পোনু। আমি গিয়ে তুতি, বাঁটুল এদের বললুম। তুতি বোললে দেখ ধম্মের কল কেমন বাতাসে নড়ে।

হ্যাঁ ঠিক কথা। নইলে আবার ভুলে বোসে থাকবো। তোমার সংগে মা কালির জানাশুনো আচে ভগবান? তাহলে একবার বোলে দিয়ো আহা ছেলেমানুষ কোথা থেকে জোড়া পাঁটা পাবে ব্যাচারী। যেন ঘাড় না মটকান।

হাঁসের ঘরটা আমাদের পুকুরের ওপারে। তার পাশেই বারুইদের পোরো বাড়ি। বাঁটুল, দাশু, শুনু আগে থাকতে গিয়ে

লুকিয়ে ছিল তুতি ছিল না। সোন্দের সময় সত্তিনক্ষিদের বনে বাদারে থাকতে আছে! ছিঃ। না থাকুক গে কিনতু ব্যাবোসতা যা করে দিলে ভগবান তাতে ওর ওপর আমার লব্ আরও অনেক অনেক বেড়ে গেছে। বড় হয়ে বিয়ে করে ওকে কুলগুরু কোরে রাখবো। দেখো। আগে গেলে তো জুত হবে না। তাই যেই একটু গাঢাকা হোয়ে এল পোস্থুরাম ভাল মানুসের মোত্তন চাবিটি হাতে নিয়ে চললেন হাঁসের গুসটি বন্ধ কোরতে। ওরা চুপি চুপি বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মদ্দাটা যেই ঢুকতে যাবে ক্যাঁক কোরে ধোরে ঠোঁট দুটো চেপে ধোরলে। তারপর কেউ ঠোঁট কেউ ঠ্যাং কেউ ডানা ধোরে উদিক দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে বারুইদের পোড়ো বাড়ির মোদ্ধে।

আমি তাড়াতাড়ি এসে চাবিটি যেমন দাদার বিছানার নীচে থাকে সেই রকম কোরে রেখে গিয়ে আবার জুটলুম পিসিমাকেও বোলেদিলুম ঐ হাঁসের ঘরে চাবি রইলো পিসিমা।

সব ঠিক করাই ছিলো। জতা পরমানিকের ছেলে নেপা আগে থাকতে বদ্দিবাটিতে গিয়ে বাড়িটা দেখে এসেছিলো। সে হাঁসটা নিয়ে গিয়ে একজায়গায় লুকিয়ে থাকবে তারপর শৈলদির পাত্তোর যখন বাড়ি থেকে বেরুবে কি কোথাও থেকে এসে বাড়িতে ঢুকবে তার হাতে হাঁসটা তুলে দিয়ে বোলবে এই নিন আপনার হংসদুত। শৈলদি পাঠিয়েচে। আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব চেয়েচে।

হ্যাঁ তোমায় তুতির বুদ্ধির কথাটা বোলতে ভুলে গেছি ভগবান। কলিকালে হাঁসেরা তো কেউ কথা কইতে পারে না। সেইজন্যে একটা ছোটো চিঠি মুড়ে সুড়ে ওর দুটো ঠোঁটের মোদ্ধে দিয়ে ঠোঁটটা বেঁধে দেবার ব্যাবোসতা করেছিল। কি আছে কেউ টের পাবে না। তারপর যখন শৈলদির পাত্তোরের হাতে পোড়বে সে ভাববে

ভালোরে ভালো হাঁসটার মুখ এমন কোরে বন্দো করা কেন। তারপর যেই সুতোটা না খোলা আরে এযে একটা চিঠি! দেখিতো পোড়ে।

নেপাকে আমরা আট আনা পয়সা কোবলে ছিলুম ভগবান। আহা গোরিব মানুস এতটা যাবে আসবে। বিয়ে হোলে না হয় পাত পেতে যাবে তবু এতটা মেহনোৎ তো। চিঠিটা লেখাই ছিলো তুতি বোলে ছিলো আমি লিখেছিলুম। তুতি বেশ পরের চিঠি লিখতে পারে ভগবান।

তারপর ওদিক থেকে যখন উত্তর আসবে আবার ফলাও কোরে ইদিক থেকে লেখা হবে। তারপর বিয়ে। নিশচিন্দি।

একটা থোলে ছিলো ভগবান। তার মোদ্ধে হাঁসটাকে পুরে নেপার চারজে দিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চোলে গেলুম। শুধু মুখটা একটু বের করা রইলো। নইলে আহা কেসটোর জিব মরে যাবে তো। কোথায় বেচারি একটা ভালো কাজ কোরতে যাচ্চে। আমি এসে ঠাকুরদাদার পাশে ভালো মানুষের মতো বসলুম। ঠাকুরদাদা জিগগেস করলেন পোনুবাবু চুপচাপ করে বসে যে। পড়াশোনা আচে তো! আমি বললুম পড়াশোনার সংগে একটু একটু পুন্নিও তো করতে হবে, নৈলে পাশ করতে পারব কেন। তোমার পাদুটো টিপে দোব দাদু? দাদু একটু হেসে বললেন—যদি পুন্নি না করেই ছাড়বে না তো বরং মালিসের তেলটা নিয়ে এসো আজ একাদসি হাঁটুর বেতাটা আউড়েছে। একটু মালিস করে খানিকটা পুন্নি করে নিয়ে পড়োগে।

মালিসের সিসিটা ঘরে কুলুংগিতে। আমি চেয়ারটা নিয়ে নামিয়ে আনব এমন সময় একি, উঠোনে ওরকম ঝটাপটি করে কিসে? ওমা এযে সেই মুখবাঁধা হাঁসটা। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম ভগবান। একি সব্বনাশ। ততক্ষণে

মা, পিসিমা, দিদি, ঠাকুমারাও বেরিয়ে এসেছে। ওমা এযে আমাদেরই হাঁসটা গো! কি করে বেরিয়ে এলো? ধর ধর। পোনু কোথায়? পোনু কি আর তখন পোনুতে আচে রে বাপু?

চারিদিক থেকে তাড়া করে ধরে তো ফেললে সবাই হাঁস-মশাইকে। তখন ওমা, এযে মুখ বাঁধা বোলে মনে হচ্চে। খোল্ খোল্ কে এমন দুর্দশা করলে?

মুখটা খুলতেই যেই না পাঁক পাঁক করে শব্দ করে ওঠা ওমনি এক টুকরো মোড়াসোড়া কাগজ। একি কাণ্ড হাঁসের মুখে কাগজ গুঁজে কে বেঁধে দিলে? ওমা, কি যেন লেখাও রয়েচে যে।

দিদি ছুট্টে গিয়ে আলো নিয়ে এলো।

ভগবান পেরথোমটা তো চি চি পড়ে গেল। ওমা শৈলোর এই কানডো, সাত চড়ে যার মুখে রা সরে না। সে মেয়ে কিনা চিঠি লিখে নিজের বিয়ের ব্যাবোসতা করচে। কালে কালে কি হোল? তারপর দিদি চিঠিটা নিয়ে ভালো করে দেখে বললে—কী জালা, এযে পোনুর হাতের লেখা, নিঘ্‌ঘাৎ। কোথায় গেল সে?

এই করে নেপার হাত থেকে কি করে হাঁসটা পালিয়ে এসে সব কথাই বেড়িয়ে পড়ল ভগবান। দিদির কাছে কানমলা খেলুম, দাদার কাছে মার খেলুম। শুনু, নিনু, বাঁটুলদেরও যা হবার হোল। শৈলদিদি বললে ও পোড়ার মুখোদের আর মুখ দেখব না। তা হোক গে কিন্তু বিয়েটা তো হয়ে গেল।

হ্যাঁ ভগবান সেই কথাই লিখতে বসেছি তোমায়। দাদুই আবার শৈলদির মামাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন পাত্তোরের মামারই ছিল অমত, তা তিনি যখন আর নেই তখন চেসটা করে

দেখলে হয় না আর একবার। শৈলদির মামা বললেন—মায়া যেটা বাতিল করে গেছলো, যেই মরে যাওয়া অমনি সেটাতে রাজী হয়ে পড়তে পারবে কি ভাগনে। নিজের ইচ্ছে থাকলেও পাঁচজনে কি বলবে সে চক্ষুলজ্জাটা আছে তো। দাদু বললেন সে আমি ঠিক করে নোবখোন। ছেলের যখন মেয়ে পছনদো তখন সেই যাকে বলে পেটে খিদে মুখে লাজ তাই তো। বদ্দিবাটিতে আমার অনেক মাতব্বরের সঙ্গেই জানাশোনা। তারাই গিয়ে ছেলের মাসিমাকে ধরবে। মেয়ে মানুষ সুন্দর বউ পেলেই খুসি। তারা অত টাকার হিসেব বোঝে না আর সত্ত সত্ত বিয়ে তো হচ্চেও না। স্রাবন মাসটা ওস্তুদেই গেল। সামনে ভাদ্দোর আসসিন কাত্তিক হতে করতে সেই অঘ্যানের মাজামাজি। ততদিন মামার সোক জুড়িয়েও আসবে। সে ঠিক হয়ে যাবে তুমি ভেবো না। আর হতে হবে নৈলে হাঁসগুনো দম আটকে যে মারা যায় উদিকে।

কি ফিকির করলেন দাদু। অঘ্যান মাস পড়তেই একদিন ছেলের মাসিমাও এসে দেখে গেলেন। আঁচল দিয়ে চোখ মুচে বললেন তাঁর তো অন্য অমত ছিল না, সুদু দেনাপাওনা। তা পোড়াকপালি তাঁকেই যখন ধরে রাখতে পারলুম না দিদি তখন অন্য দেনাপাওনায় কি হবে বলো।

ভগবান তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলি ভগবান। কাউকে বোলনা নক্ষিটি। শৈলদিকেও না। শৈলদি দিব্যি দিয়ে মানা করে দিয়েচে কিনা। বিয়ের সময় আমার এত কসটো হয়েছিল যে কি বলব। যার জন্নে চুরি করি সেই বলে চোর। আর সবার হ্যানোস্‌তা না হয় সইলুম কিন্তু শৈলদি যে অত ভালোবাসে সেও একবার ডেকে জিগ্‌গেস করলে না হ্যাঁরে

পোনু আচিস না গেচিস। বরকনে চলে গেল আর আমি চোখের জল বার করে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

না ভগবান শৈলদির ওপর রাগ কোর না ও সত্যিই বড্ড



ভালো বাসে আমায়। শশুর বাড়ি থেকে ফিরে দুদিন সারাশব্দ নেই তারপর আজ ডেকে পাঠিয়েছিল দুপুরে বাড়ি যখন নিস্তুতি। বললে আর আসিস নে কেন রে পোনু। আমি বলতে যাচ্ছিলুম। কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েছিলুম বলে একটু দেরি হোল তো।

শৈলদি বললে বোস। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাকসো খুলে ছুটো টাকা বের করে বললে, নে। সন্দেস কিনে খাবি সবাই। কেন দিচ্চি বল দিকিন। বললুম বিয়ে হয়েচে বলে। শৈলদি বললে বোয়ে গেচে। মুখপোড়া কি নজ্জাতেই যে ফেলেছিল। আদর করে সন্দেস খাওয়াতে হবে তার জন্নে। দিলুম আর কখনো হাঁস নিয়ে অমন কেলেংকারি করবিনি। একটা আমার একটা আর একজনের। কাউকে বলবি নি কিন্তু দিব্যি রইল। যা আবার আসবি।

ও মুখপোড়াটা গালাগাল নয় ভগবান। কি মিসটি করেই যে বললে শৈলদি কি বলব তোমায়।

ইতি—

দাস পোনু।